সত্যজিৎ রায়
গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
দার্জিলিং জমজমাট
আনন্দ

দার্জিলিং জমজমাট
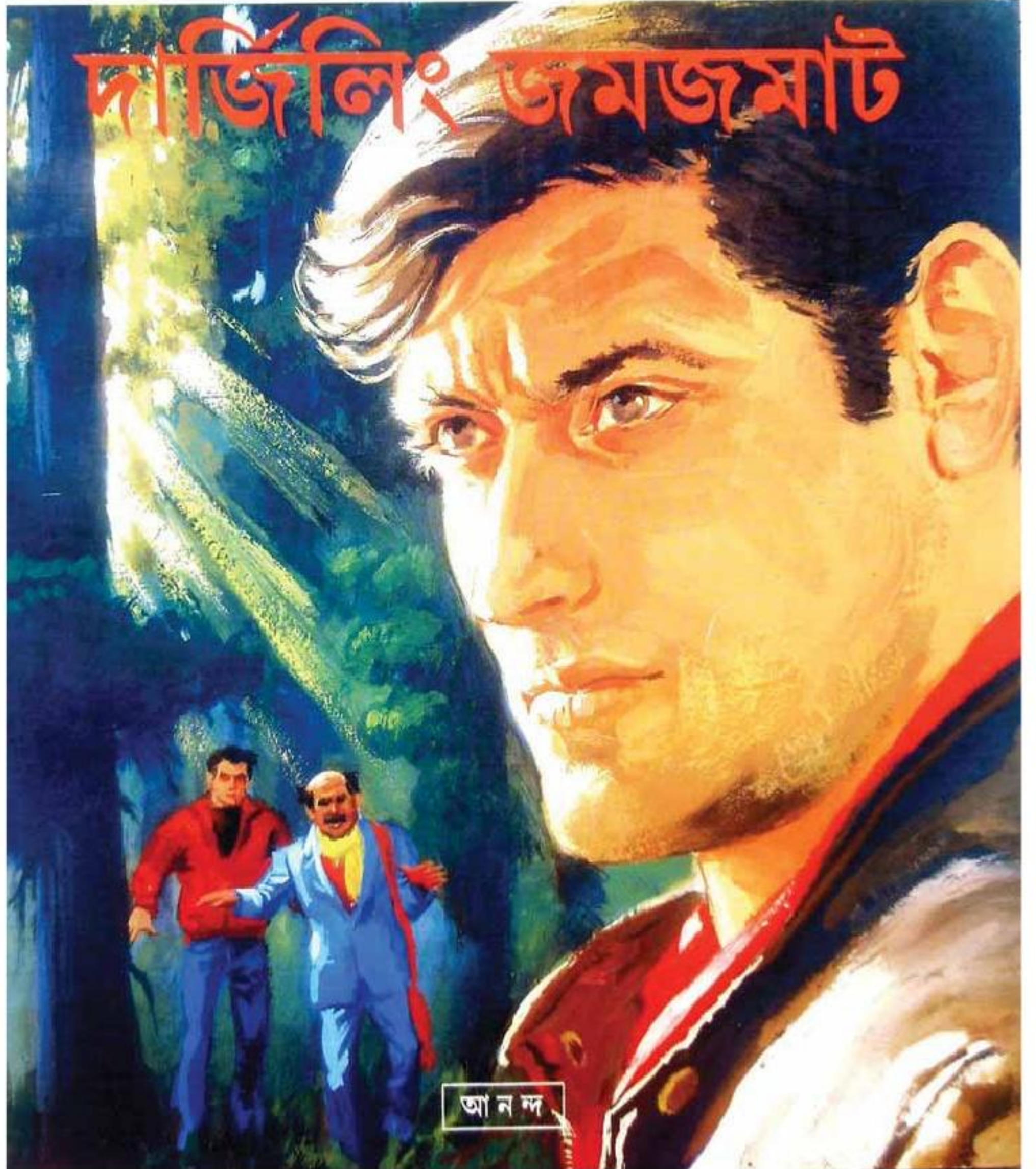
কোথায় কারাকোরাম, আর কোথায় দার্জিলিং...
পৃথিবীর সেকেন্ড হাইয়েস্ট কে-টু থেকে থার্ড হাইয়েস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা।
ও ত গেল রেকর্ড মশাই... এটা ত আপনি স্বীকার করবেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার জবাব নেই...
একশোবার!
... আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে, গ্যাংটকে হোটেলের ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছি...
আহা! আসলে ঘরের কাছে বলে... পুলক ভালই করেছে... কারাকোরাম ছেড়ে দার্জিলিং ধরেছে। তা ছাড়া মজুমদারমশাইয়ের বাড়িটা পেয়ে পুলক দেখছি খুব খুশি।

শুটিং কবে শুরু?
আজ বুধবার... পরশুর আগে কাজ শুরু হবে বলে মনে হয় না।

আউটডোর থাকছে না?
সে ত থাকছেই... মজুমদারমশাইয়ের বাড়ির কাজটাই প্রথম থাকছে। সান্দাকফুতে ক্লাইম্যাক্স

বিরূপাক্ষ মজুমদার। নাম আগেও শুনেছি... বেঙ্গলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন... বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন... শিকারও করতেন একসময়।

খুব বড় ফ্যামিলি। পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে নয়নপুরের জমিদার ছিলেন...

তাই বাড়ির নাম 'নয়নপুর ভিলা'... বাড়ি থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়... অ্যান্ড এ গ্র্যান্ড ভিউ অফ কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বাংলার মতো এত বৈচিত্র ভারতবর্ষের কোথাও নেই। শস্যশ্যামলা... সুন্দরবনের মতো জঙ্গল... গঙ্গার মতো নদী... সমুদ্র... উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা।

কাঞ্চনজঙ্ঘা!
ওটা মেঘ, লালমোহনবাবু!

মেঘ না থাকলে শিলিগুড়ি থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।
এ এক্সাইটমেন্ট আর ধরে রাখতে পারছি না, ভাই তপেশ...
সত্যি, নতুন করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার মজা...

নতুন করে? দার্জিলিং-এ এই প্রথম আমার।
সে কী! আপনি এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেননি?

নো স্যার।
এই যে এত কথা বলছিলেন...
সেটা ছবি দেখে আর শুনে...

প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার অনুভূতি সেটা আমাদের মধ্যে আপনিই বুঝবেন।
এখানকারই অদ্ভুত ব্যাপার... দশ দিনের ছুটিতে একদিনও তার দেখা মিলল না।

অ্যাঁ?
তবে শীতের এই সময় সাধারণত ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে।

মাউন্টেন দেখা যাতা হ্যায়?
জি। দিখতা ত হ্যায়।

চলুন।
KANC

উঃ! সেই জন্ম থেকে শুনে আসছি দার্জিলিং-এর কথা... থ্রিলিং!

ওই যে!

আসুন!
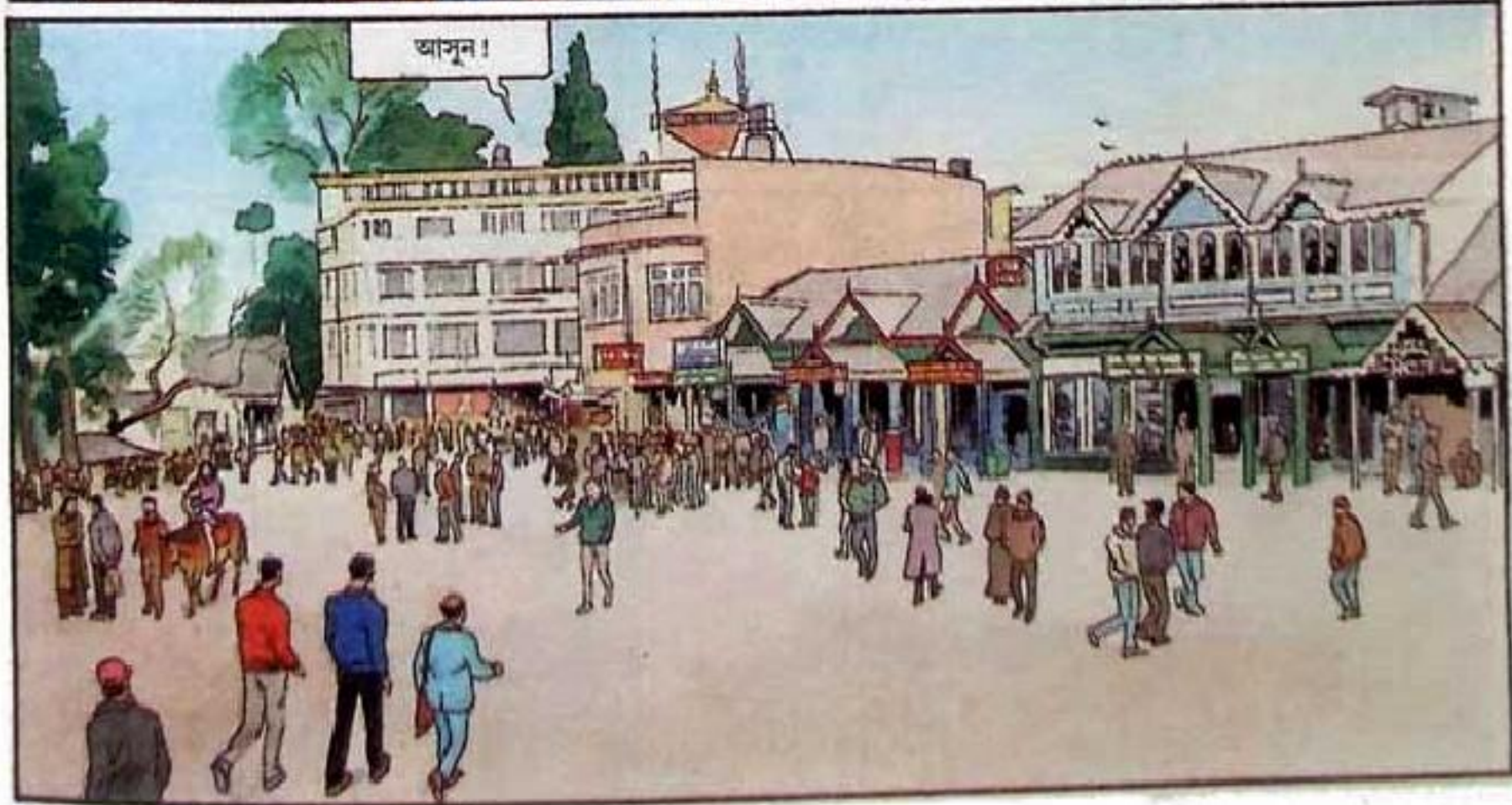
আবার দেখা হয়ে ভাল লাগছে। আশা করি এবার আর লাফ্রা হবে না।
আশা করি।
অর্জুনের ডেট পাওয়া গেল না... তবে রাজেন রায়না কাঁপিয়ে দেবে... আটত্রিশ বছর বয়সে এসেও বাজিমাত।
কী দেখেছ ওর ছবি?
দেখেছি... 'মিল গয়া'।
আসুন... আলাপ করিয়ে দিই।
লালমোহন গ্যাঙ্গুলি... আওয়ার রাইটার...
হ্যালো।
হাই।
আশা করি।
দ্য মোমেন্ট আই হার্ড দাদা ইজ মেকিং অ্যানাদার ফিল্ম অন ইয়োর স্টোরি, আমি বলে রেখেছিলাম আমাকে নিতেই হবে... ইয়োর স্টোরিজ আর জাস্ট গ্রেট।
হাউ কাইন্ড অফ ইউ।
ইয়োর হিরো প্রখর রুদ্র... হি ইজ সো... সো...
সো ন্যাচারাল! সো নরমাল।
ওয়ার ভিলেন... মহাদেব ভার্মা।
হাই।
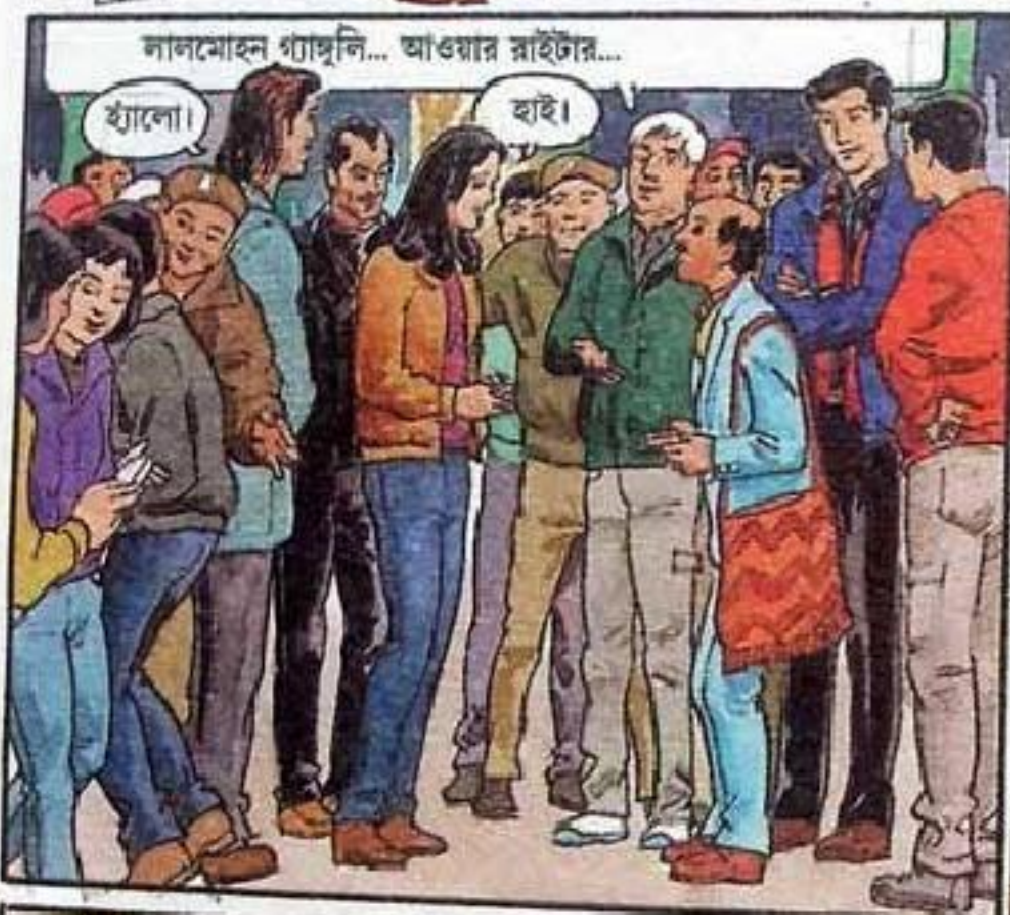
ইউ অল নো হিম... মিঃ প্রদোষ মিটার...
কী সৌভাগ্য আমাদের... গোয়েন্দা মুখোশ খুলে দিয়ে ইউ সেন্ট ওয়েভস অ্যাক্রস দা ইন্ডাস্ট্রি।
আপনি ত রিয়াল হিরো মশাই।
অর্জুন ওয়াজ জেলাস, অ্যান্ড প্রাউড অফ ইউ টু... হি ওয়ান্স টোল্ড মি।
প্লিজ স্যার।
প্লিজ ম্যাম...
এক্সকিউজ মি...
মাই কাস্ট আর অল নিউ... এর মধ্যেই ভাল নাম করেছে... রায়নার লাস্ট রিলিজ ত সুপার হিট।
আপনার কোনও ছবি রিলিজ করেনি বোধ হয়?
একটা করেছে... কম পার্ট...আমার ভ্রমণের নেশা...বছর তিনেক আগে গিয়েছিলাম লাদাখে। শুটিং হচ্ছিল। পরিচালক ভাট ছবিতে অফার দেয়।
গোয়েন্দারা ত শুনেছি মানুষকে দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারে... আমাকে দেখে কিছু বলুন ত।
গোয়েন্দারা অবশ্যই জাদুকর নন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ আর মনস্তত্ত্বের সাহায্যে যা বোঝার বোঝেন। এই দু'টোর উপর ভিত্তি করে বলতে পারি, আপনি নিরাশ... রায়না, সুচন্দ্রা এত সই দিয়ে যাচ্ছেন..
আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক। দেখবেন একদিন আসবে যখন লোকে আমাকেও নব করবে।
নিশ্চয়ই।
হ্যালো।
আপনার ঘোরা হয়ে গেল?
আলাপ করিয়ে দিই... বিরূপাক্ষ মজুমদার... এঁর বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি।

আর ইনি বিখ্যাত...
গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র... আপনার ব্যাপারে পড়েছি এবং ছবি দেখেছি কাগজে।পুলকবাবুরই একটা ছবিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন না...
ARTS CRAFTS & CURIOS
ঠিক। আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক...
ও ইয়েস জটায়ু... আপনার লেখা নিয়েই ত সেবারের ছবিটা হয়...
এবারেরটাও!
বাঃ ভেরি গুড। আপনি ক্রাইম রাইটার। আর আপনি গোয়েন্দা, ক্রাইম ফাইটার, ভেরি গুড।
আপনারা এদিকেই যাবেন ত?
হ্যাঁ চলুন!
আমি সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করি। সতেরো বছর বয়স থেকে এই হবি। যাকে বলে একটু গরম খবর।
এখন একজন সেক্রেটারি হয়েছে... সেই কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয়... একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে...
আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছে... উড ইউ মাইন্ড?
আমাদের কোনও তাড়া নেই।
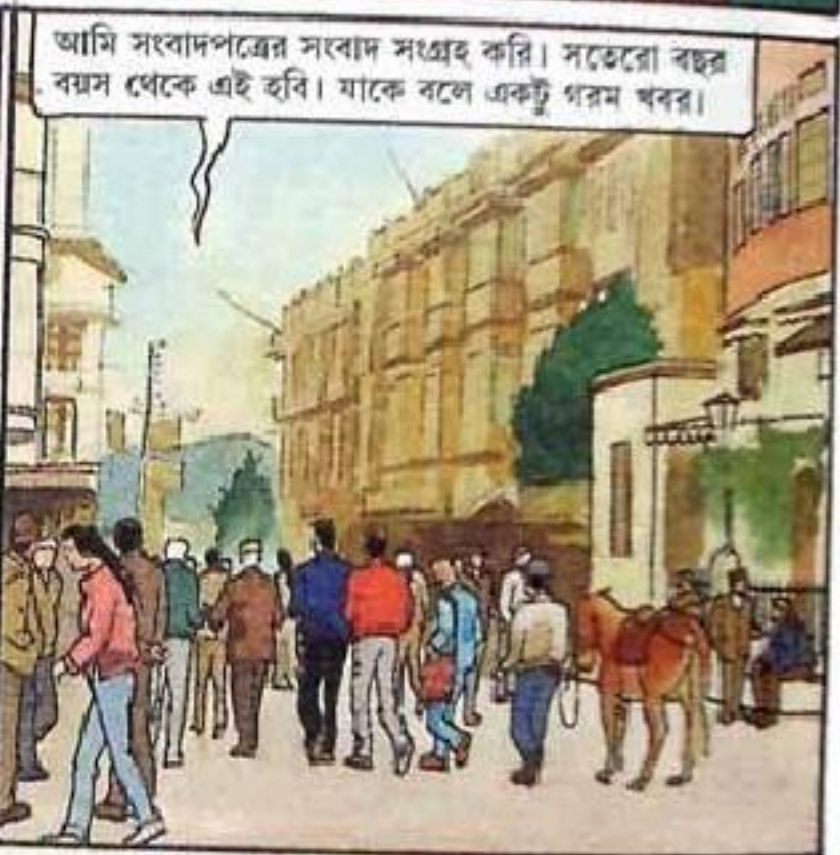
এ হল টফ্রানিল... অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল। এক মাসের স্টক। রোজ একটা করে না খেলে আমার ঘুম হয় না।
একদিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো দেখব।
একশোবার! ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। কিনারা হয়নি এমন খবরও আছে। প্রায় বিশ বছরের কথা।
খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ত...
অবিশ্যি আমার জীবনটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়। ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি। সব সত্যি কথা ত লিখতে পারব না... লিখতে গেলে কিছুই গোপন করা উচিত নয়। একদিন আসবেন।
কোন সময় গেলে আপনার ব্যাঘাত হবে না?
দ্য বেস্ট টাইম ইজ ইন দ্য মর্নিং। আমি বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোই।
সেন্ট পল্সের দিকে। বাড়ির নাম 'নয়নপুর ভিলা'।
ওঁর বাড়িতে আর কে থাকেন?
সেক্রেটারি রজত বোস। জনাতিনেক কাজের লোক। সহিস, ড্রাইভার। উনি বিপত্নীক। ওঁর ছেলে কলকাতা থেকে আসছেন কাল।
আপনারা ঘুরুন... একবার ক্লাবে যেতে হবে...
কাজ শুরু কবে?
কাল হাল্কা আউটডোর থাকছে। পরশু থেকে নয়নপুর ভিলায় শুটিং। চলি!
চলুন... হট চকোলেট খাই...
হট চকোলেট... গরম করে...
চলুন না।
এই ঠান্ডায় আইসক্রিম...
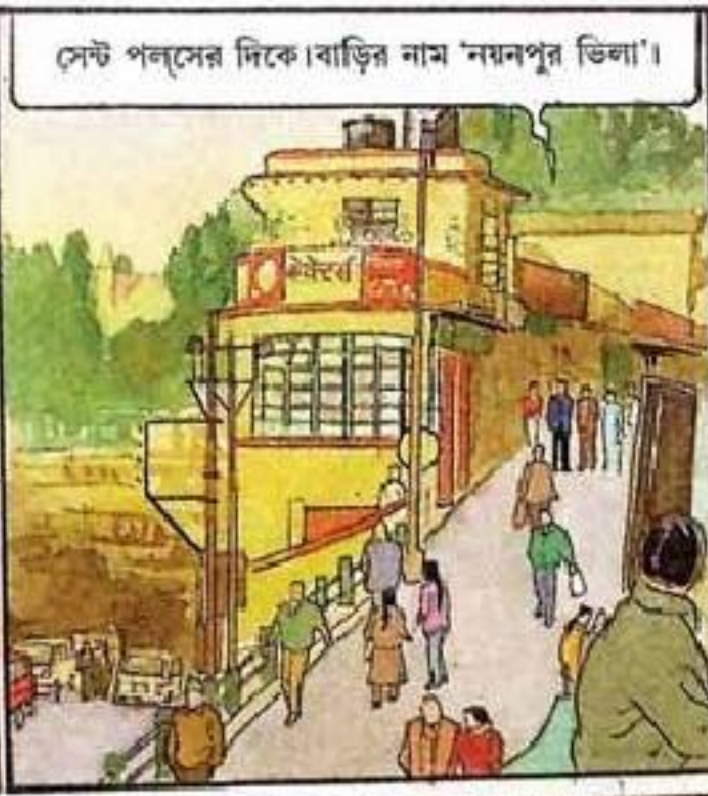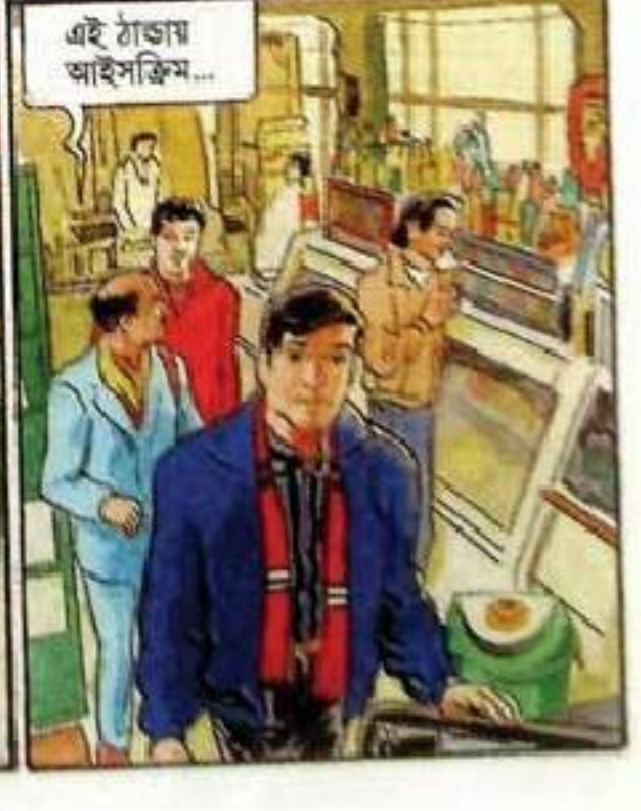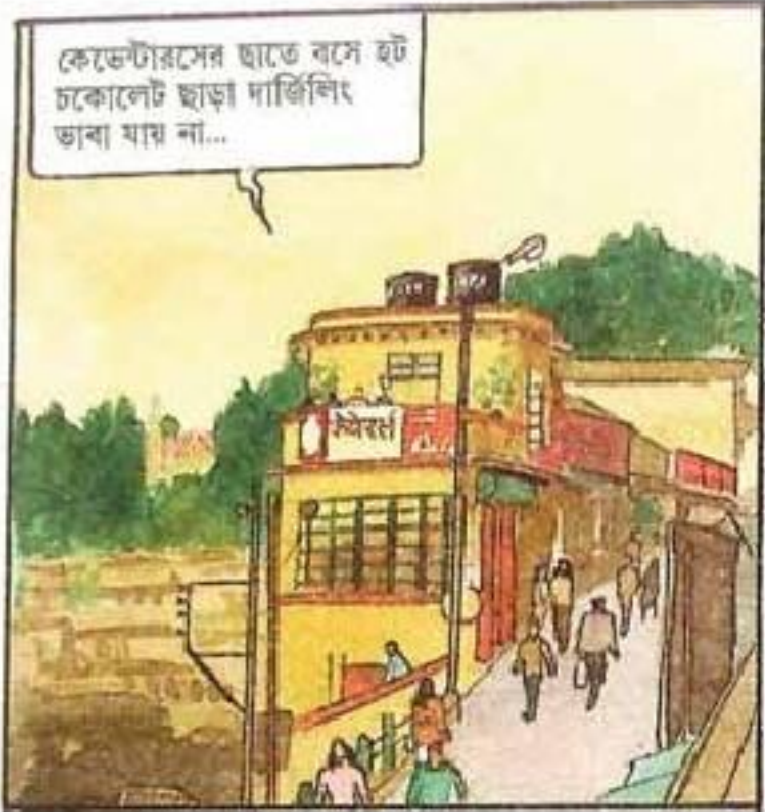
কেভেন্টারসের ছাতে বসে হট চকোলেট ছাড়া দার্জিলিং ভাবা যায় না...

মশাই, আমার মন বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না।
বৃথা কেন যাবে? দার্জিলিং-এ এসেছি চেঞ্জে। চমৎকার ক্লাইমেট। বৃথা কখনও যেতে পারে?
আমি সেদিক দিয়ে ভাবছি না।
তবে কোন দিক দিয়ে ভাবছেন?

আহাঃ।

আমি ভাবছি আপনার পেশার কথা... আমার মন বলছে আপনাকে কাজে লেগে পড়তে হবে।
মুশকিলটা হল, আমার পেশা নয়। আপনার পেশা। আপনার স্বভাবই অলিগলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া...
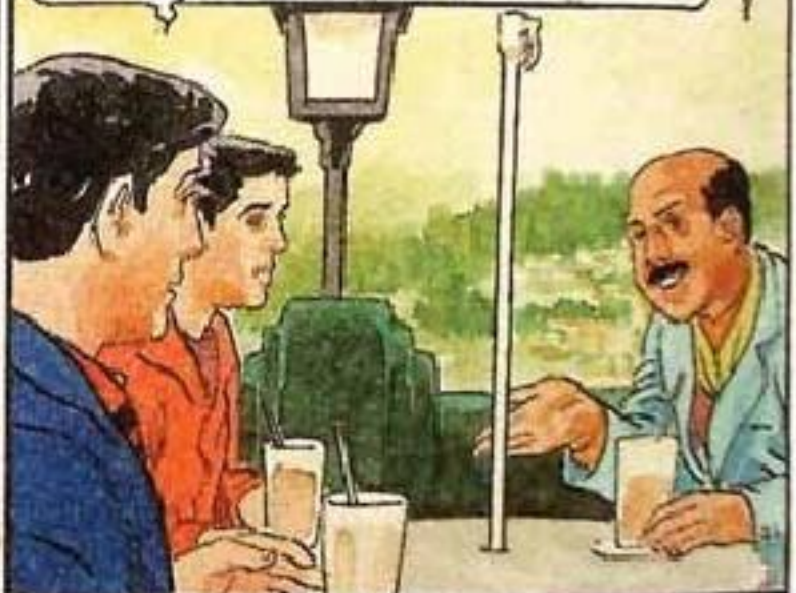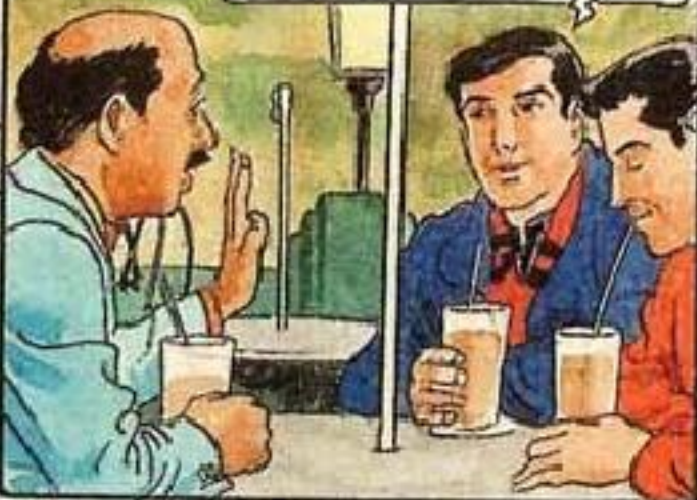
অবিশ্যি যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে। গড ফরবিড। তা হলে ফেলু মিত্তির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

এই ত চাই। এই ত এ বি সি ডি'র পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব। তা ছাড়া স্রেফ ছুটি ভোগ করা কি সাজে? তপেশ। এরকম কখনও হয়েছে...
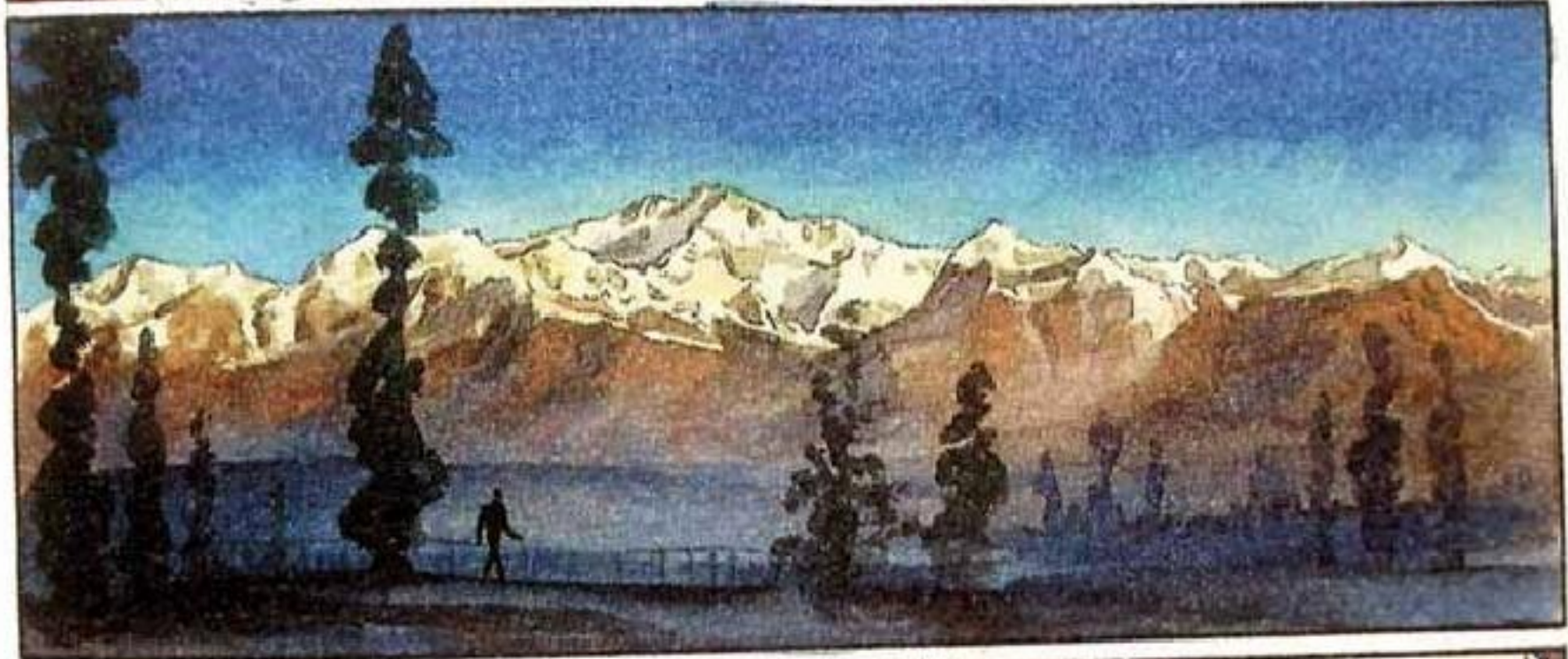
পিপ
পিপ
পিপ্
আ হা হা ই
?
দুম
দুম
দুম
চলে এসো।
এখান থেকেও...
চলে এসো!
কারও সঙ্গে শেয়ার না করলে মজাই নেই।
অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে
তুষার ভাস্কর্য তুমি। মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।

যতবার দেখি ততবার বয়সটা যেন কিছুটা কমে যায়।
আমারও আজ প্রথম মনে হল, যেন জন্ম সার্থক।
যাক! এত আজগুবি গল্প লিখেও যে আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টিকে আছে, সেটা জেনে খুব ভাল লাগল।
আজ তা হলে কী করছি?
সকালে একবার মজুমদারমশাইয়ের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।
কাল থেকে তো শুটিং শুরু...
আজ বসে কথা বলা যাবে। ওকে কান্টিডেন্ট করাটা কর্তব্যের মধ্যে ধরি।
তথাস্তু!
গো
গো
গ্লোরিয়াস!
এ যেন এক অন্য দার্জিলিং।

মজুমদারবাবু আছেন?
হ্যাঁ, আছেন।
বলুন, প্রদোষ মিত্র এসেছেন...

আসুন।

প্রদোষ মিত্র... বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে...
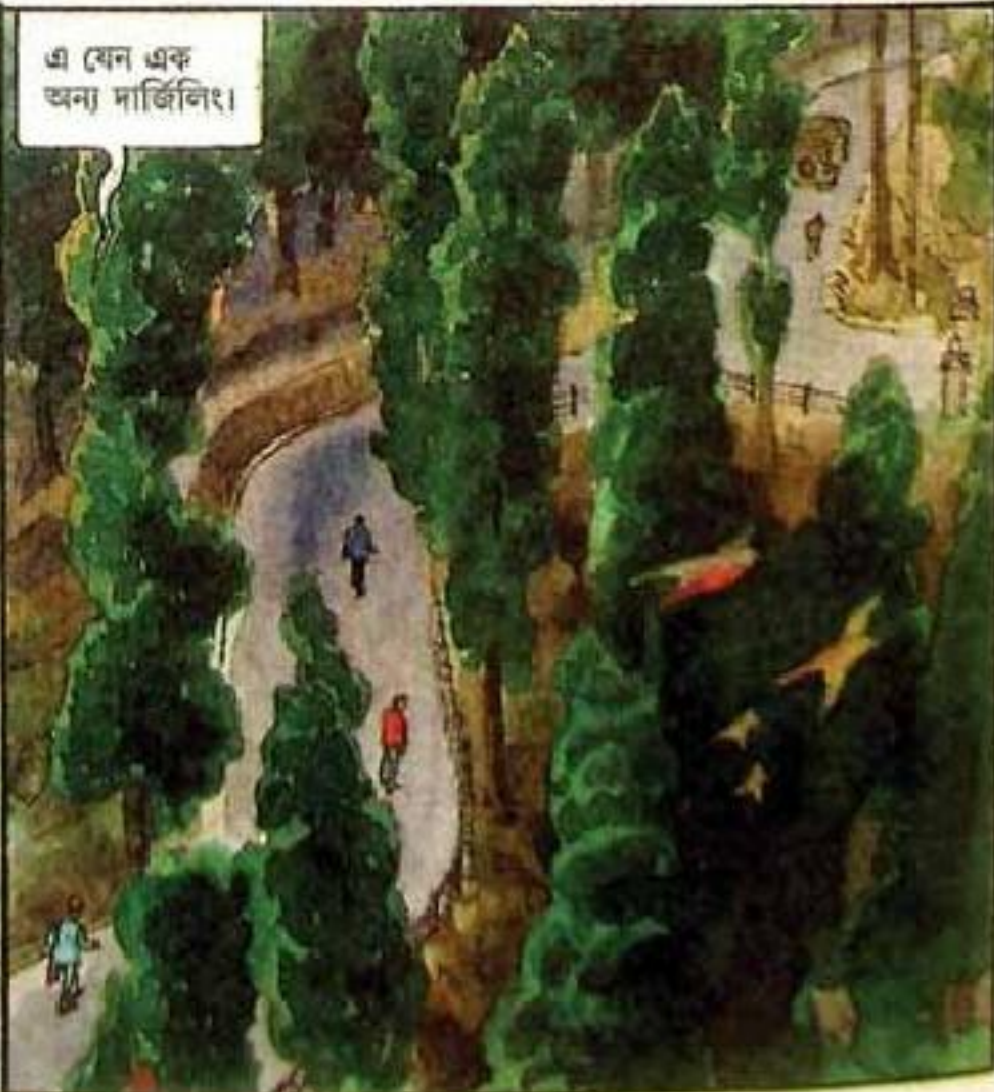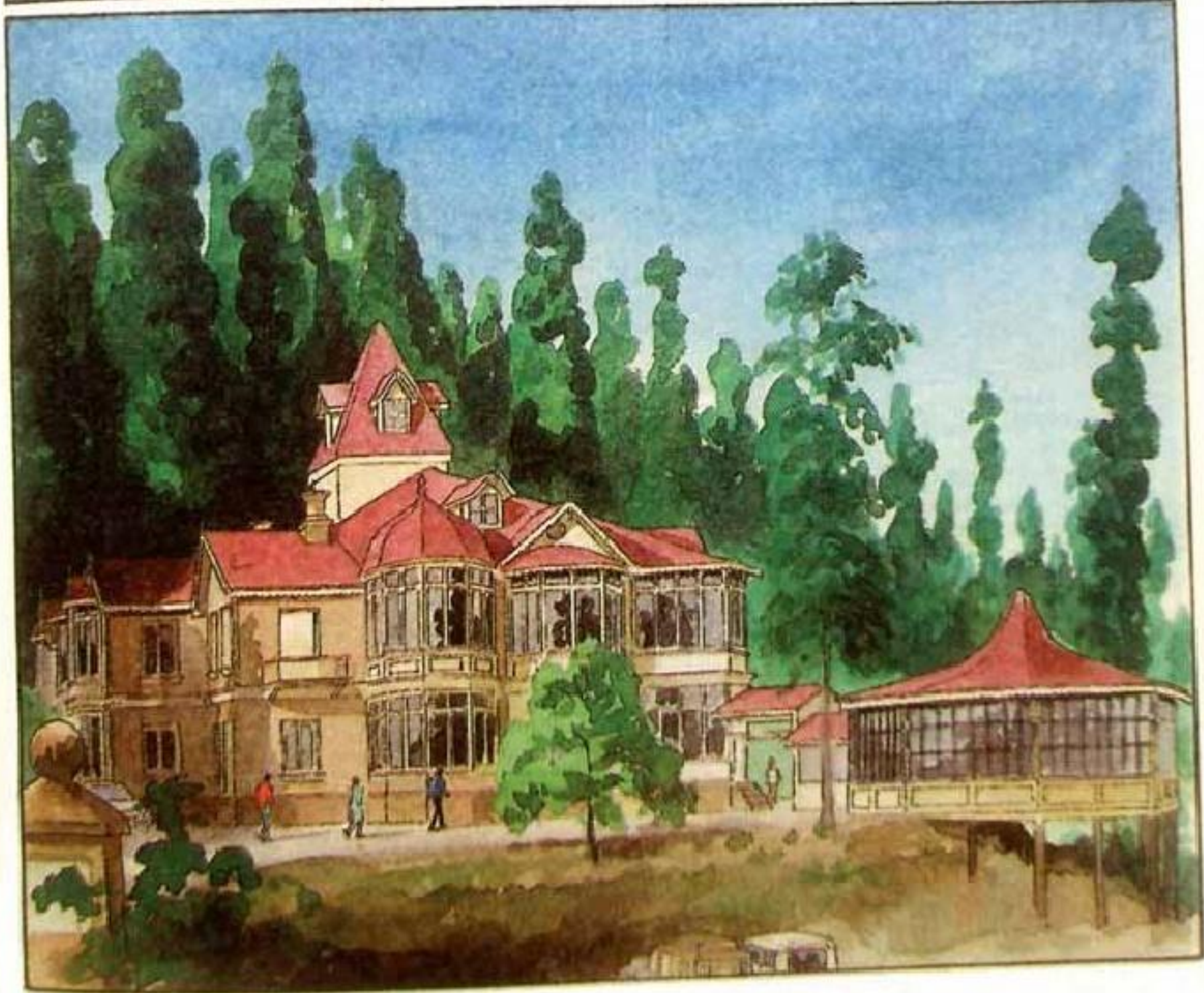
টু ইট

বলেন, আমি রহস্য খুঁজি। মিঃ মজুমদারও কম যান না... এরকম জায়গায় বসে ক্রাইম রিলেটেড...

গুড মর্নিং! আসুন!
গুড মর্নিং।

এই আমার সেক্রেটারি রজত... রজত বসু।
আপনার নাম শুনেছি অনেক...

আজ সন্ধ্যায় আমার ছেলে সমীরণ আসছে। বাপ-ছেলের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাবেন না।
ছুটিতে আসছেন?

সাত দিনের। অন্তত বলছে ত তাই। ভয়ানক ছটফটে। তিরিশ হতে চলল, এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে জানিও না...
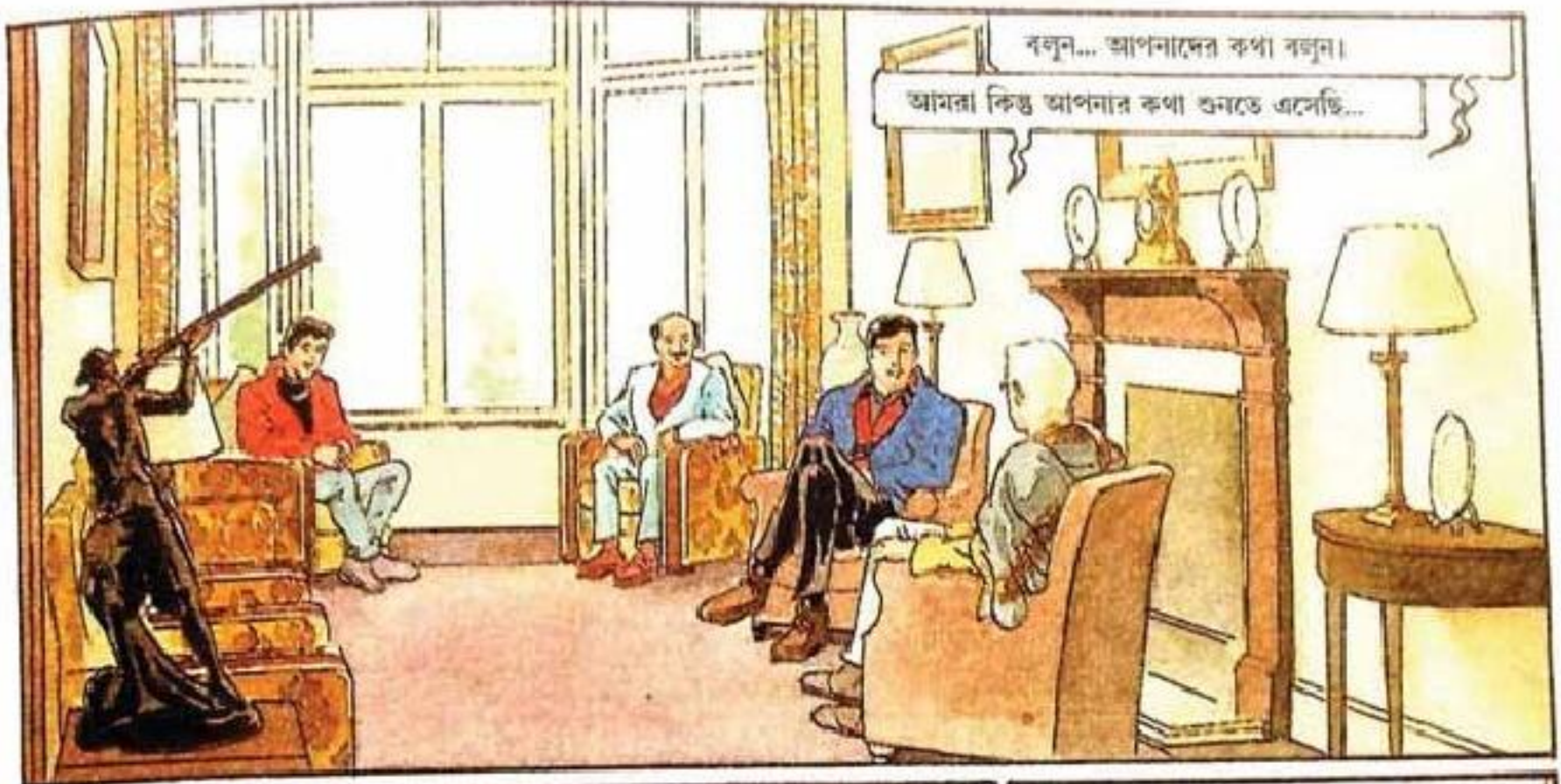
বলুন... আপনাদের কথা বলুন।

আমরা কিন্তু আপনার কথা শুনতে এসেছি...

আমার কথার শেষ নেই। আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ। অবিশ্যি পরের দিকে সেট্‌ল করে গেলাম। একটা ব্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে।

তখন সামলে নিতে হয়। অল্প বয়সে হইহুল্লোড় করেছি। খেলাধুলো, আউটডোর, শিকার, কিছুই বাদ দিইনি।

তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর হবি।

হ্যাঁ। সেটা কখনও বাদ পড়েনি। রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে।
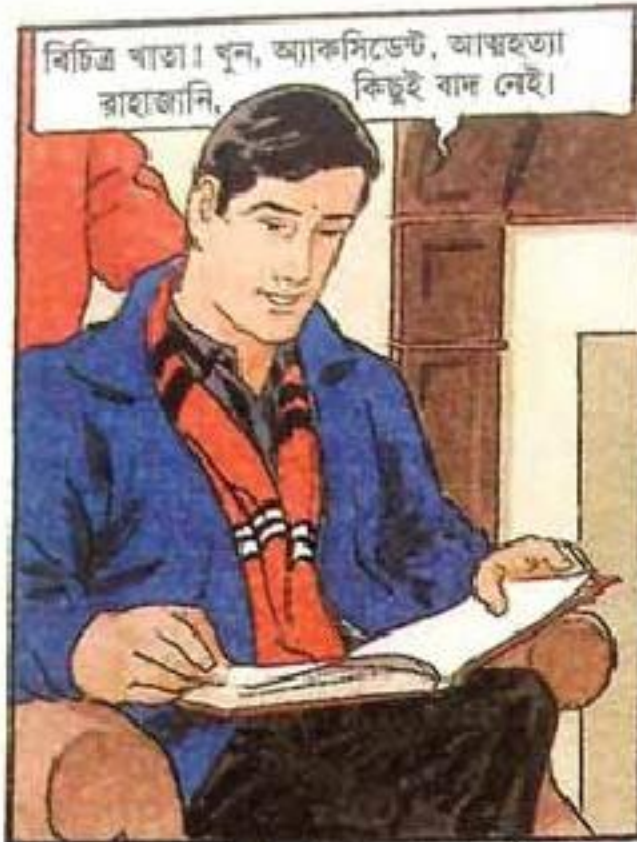
বিচিত্র খাতা! খুন, অ্যাকসিডেন্ট, আত্মহত্যা রাহাজানি, কিছুই বাদ নেই।

কিন্তু আপনি কী একটা ক্রাইমের কথা বলছিলেন। সেটার কোনও কিনারা হয়নি?
তেমন একটা আছে বটে। একটা নয় দু'টো... একটা খাতায় পাবেন। আর-একটা পাবেন না। সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছয়নি।

থ্যাঙ্ক ইউ।
সেটা কী ব্যাপার?

সেটা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ, তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।

রজত '৮৮ .... ভলুমটা নিয়ে এসো ত।
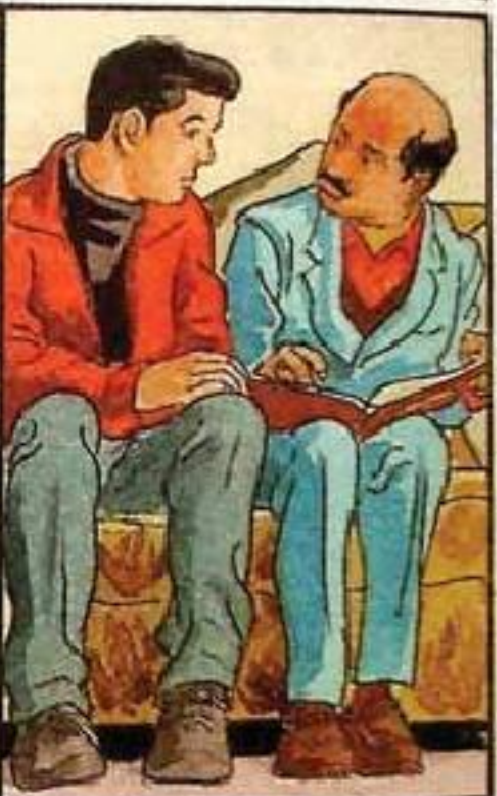
খাতার মাঝামাঝি পাবেন। জুন মাসে ঘটে। স্টেটসম্যানের খবর। হেডিং হচ্ছে। যত দূর মনে পড়ে, 'এমবেজলার আনট্রেসড'।
পেয়েছি... এ দেখছি আপনাদেরই ব্যাঙ্কের ঘটনা।

তাই ত ভুলতে পারি না... অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে। নাম ডি. বালপোরিয়া প্রায় পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে উধাও। পুলিশ সন্ধান পায়নি।

আমি ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। আমার মনে হয়েছিল, শার্লক হোম্‌স বা এরকুল পোয়ারোর মতো প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে...হয়ত আপনি থাকলে একটা কিছু করতে পারতেন।

আপনার ঘোড়াটা দেখলাম...
এখন যা ক্রাউড বেড়ে গিয়েছে... ঘোড়া আমার সহিস আগেই নিয়ে চলে যায়। আমি গাড়িতে গিয়ে ম্যাল চত্বরে... অবজারভেটরি হিল ঘুরে আমার গাড়িতে ফিরে আসি।
রিটায়ার করার পর আমার রুটিনটা অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। ইনসমনিয়া আছে, ঘুমোই দুপুরবেলা। দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি...
কাল যেটা কিনলেন...
রাইট... ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। চা খেয়ে বেরোই।
আর রাত্তিরে?
আমি বই পড়ি।
একদমই ঘুমোন না?
একদম না। ঠাকুরদার এ বাতিক ছিল। তিনি ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর রাতটা ছিল দিন। দিনটা রাত। কাজকর্ম রাতে দেখতেন। দুপুরে আফিম খেয়ে ঘুমোতেন।
কাল থেকে ত শুটিং শুরু... আপনার ধকল যাবে।
আই ডোন্ট মাইন্ড। পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ লাগল। তাই আর না করলাম না
কাম ইন স্যার।
আপনারও এখানে... গুড।
আমরা শুটিং-এ বেরোচ্ছি। আমার স্টাররা আলাপ করতে চাইল আপনার সঙ্গে। মহাদেব ভার্মা আওয়ার ভিলেন।... নায়ক রাজেন রায়না।
?

এলেন যখন... একটু কফি খেয়ে যান।
না স্যার! আজ বসব না। কাল থেকে ত সারাদিন এখানে।
রজতবাবু বলছিলেন আপনি দুপুরে ঘুমোন... কোনও ব্যাঘাত হবে না ত?
আমি দরজা জানলা ভেজিয়ে পরদা টেনে শুই।
মিঃ মজুমদার। আমি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় গিয়েছি... এত শান্ত, সুন্দর জায়গা আমি খুব কমই দেখেছি।
থ্যাঙ্ক ইউ।
সত্যি। শহরের এত কাছে হয়েও দ্য প্লেস ইজ ওয়ান্ডারফুল।
যাক, এবার তা হলে বলতে পারব ফিল্মস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।
লালুদা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।
কী ভাই?
আমার মেমরি শার্প। বছর ষোলো আগে গড়পারে ভূশণ্ডীর মাঠে প্লে হয়েছিল।
আপনি নদু মল্লিকের পাঠ করেছিলেন।
বাবা। সে কি ভুলতে পারি! পাখোয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনও মনে আছে।
ধা ধা ধিনতা কত্তা গে গিন্নি মা দেন কর্তাকে! ওঃ! সে কি ভোলা যায়?
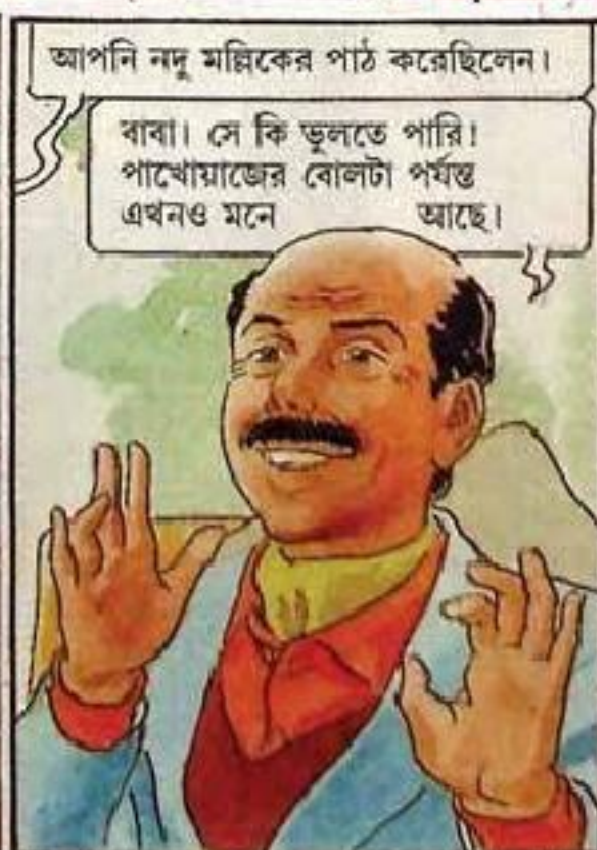
জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয়।
না। শেষ নয়।
মানে?
বেঙ্গলি ক্লাব ডুবিয়েছে। বলেছিল দু'একটা ছোট পার্টের জন্য লোক দেবে। এখন বলছে তারা কলকাতায়। একটা পার্ট যে ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান...
অঘোরচাঁদ বাটলিওয়ালা?
তার ত দু'টো সিন...
সেই দু'টো সিন উদ্ধার করে দিন দাদা। কথা খুব কম।
আমাকে কী...
খুব মানাবে... ইন ফ্যাক্ট, আগে ভাবা উচিত ছিল...
কেয়া মহাদেব, মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যায়?
একদম পারফেক্ট।
ফ্রেঞ্চকাট। মুখে সিগার!
সিগার?
চোখে কালো চশমা।
ট্যালেন্ট নষ্ট হতে দেবেন না। আপনার এই সাইডটা পাবলিক জানুক...
ওকে। একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স নিজের গল্পে...
দ্যাটস দ্য স্পিরিট!

একটা কথা। আমার নামের পাশে যেন একটা 'অ্যাঃ' থাকে।পেশাদার অভিনেতা হতে চাই না। অ্যামেচার না হলে নয়।
ওককে বস।
একটা কথা... আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি?
নিশ্চয়ই...
আজ তা হলে আসি?
অ্যাঁ?
ঠিক আছে। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।
কী মশাই, অ্যাদ্দিনের আলাপ, এমন একটা খবর বেমালুম চেপে গেসলেন? ভূশণ্ডীর মাঠে নদু মল্লিক? বাংলা সহিত্যে এমন একটা চরিত্র...
আরে মশাই, সেরকম বলতে গেলে ত অনেক কিছুই বলতে হয়। নর্থ ক্যালকাটার ক্যারম চ্যাম্পিয়ন ছিলাম... এনডিওরেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে জানেন।
তবে যখন খগেন জ্যোতিষী বললে, 'তোমার কলমে জাদু আছে। তুমি লেখো।' তখন অন্য সব ছেড়ে দিলুম।
জ্যোতিষী না হয়ে বলছি। এরা আপনাকে চুরুট খাওয়াবে ঠিক করেছে, বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকছে।
আজই প্র্যাকটিস করে নিন...
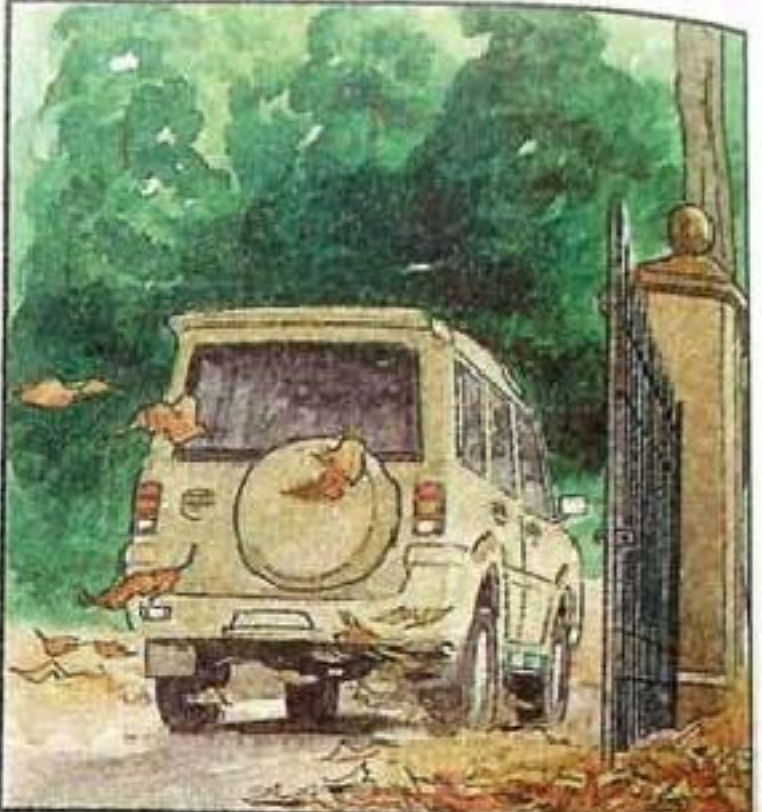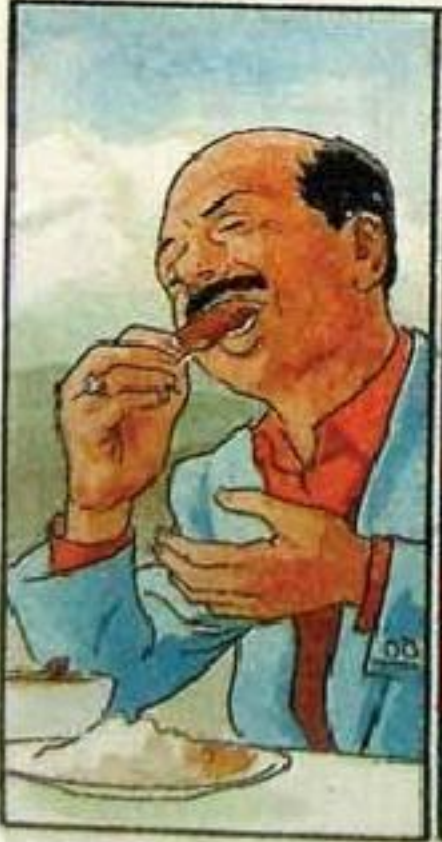
টু-উ উ উ
ইনহেল করবেন না।
টক
টক
টক
টক
টক
টক
টক
চুরুটটা হাতে আসতেই হাঁটাটাই চেঞ্জ হয়ে গেল লক্ষ করলে...
অনেকেই করেছে।
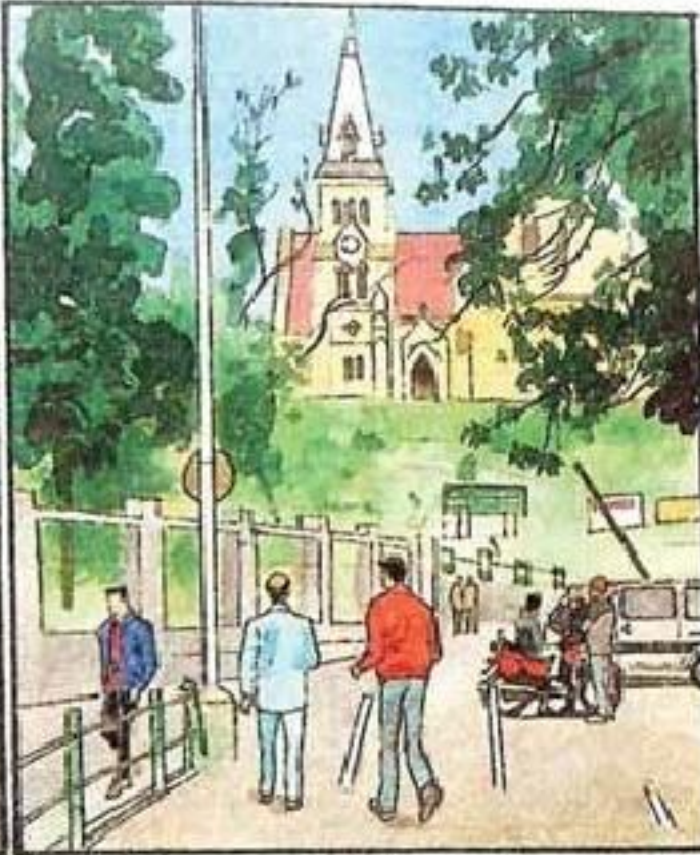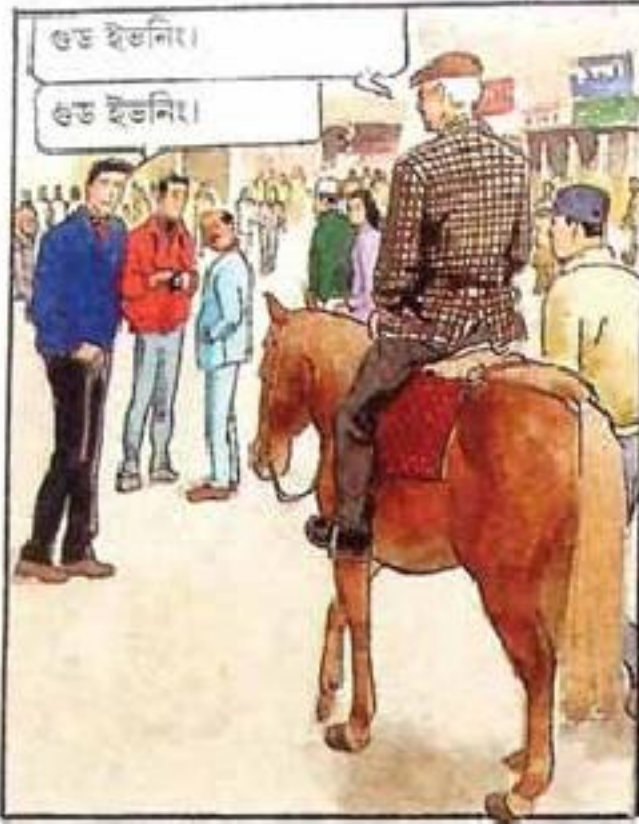
গুড ইভনিং।
গুড ইভনিং।

দার্জিলিং কেমন লাগছে?
ভাল।... আমরা আগে এসেছি... ইনি এই প্রথম।

সে দার্জিলিং নেই... তবে ম্যাল অঞ্চলটা আর উপর দিকটা এখনও আগের মতোই আছে।

একটা কথা... আমার মালির কাছ থেকে শোনা। কত দূর রিলায়েবেল বলতে পারব না। ক'দিন থেকে এটা লোককে আমাদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।
বলেন কী... লোকটার কোনও বর্ণনা দিয়েছে?

বলছে মাঝারি হাইট। রং মাঝারি। খোঁচাখোঁচা দাড়ি। সিগারেট বা বিড়ি খায়।... পাহাড়ের ওদিকে একটা বস্তি আছে, তবে লোকাল লোক বলে মনে হয় না।
এভাবে দৃষ্টি রাখার কারণ খুঁজে বের করতে পেরেছেন?

তা পারি। বাড়িতে একটা দামি জিনিস আছে। অষ্টধাতুর তৈরি বালগোপাল। পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের মধ্যে ছিল, নয়নপুরে। সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে।
কোথায় থাকে?

আমার শোবার ঘরে তাকের উপর।
খোলা অবস্থায়?

আমি ত রাত্রে জেগে থাকি। আর সঙ্গে রিভলভার থাকে... বিকেলে বেরোই যখন, ঘর লক করে আসি।
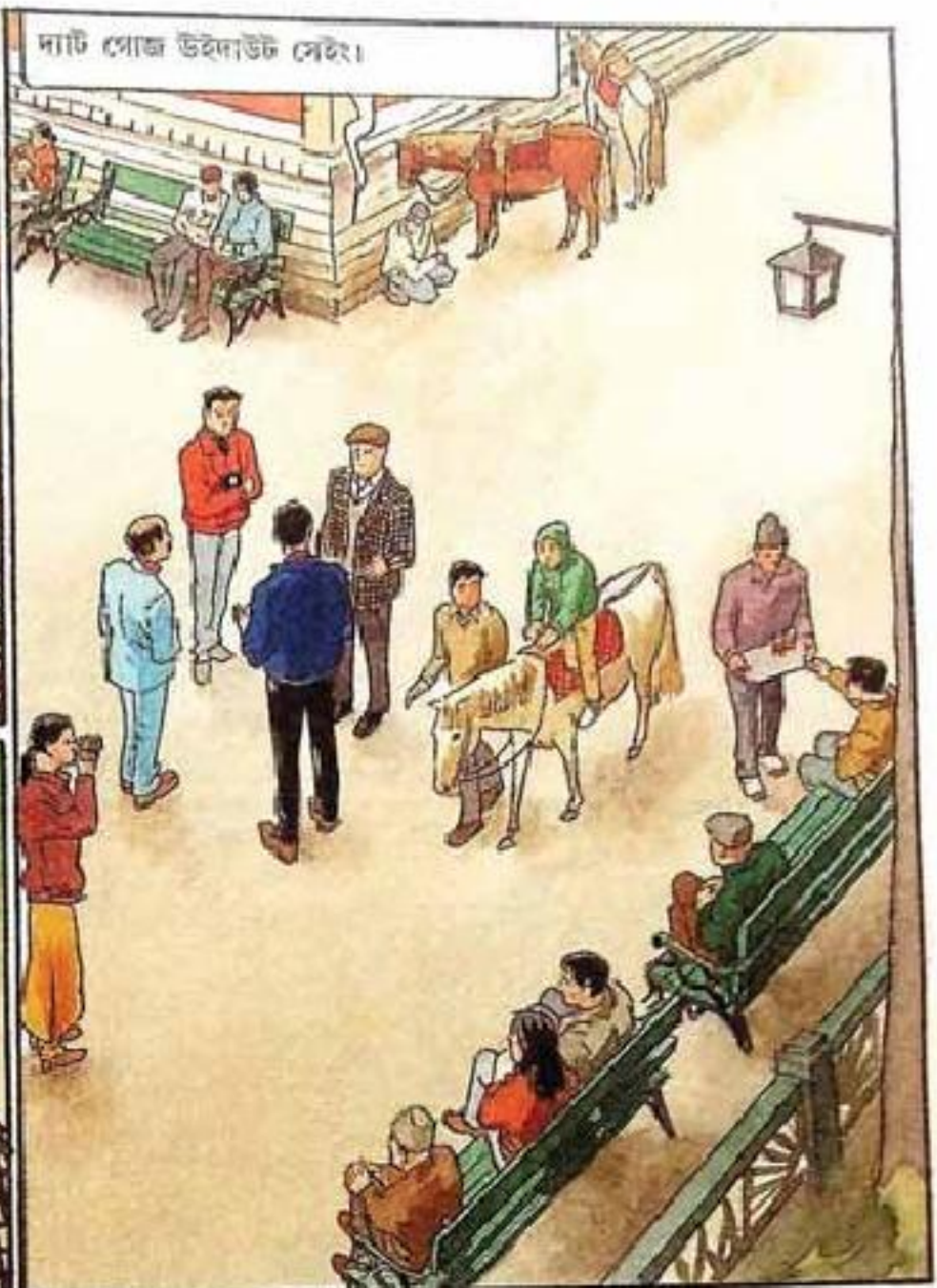
আর কোনও কারণে লোক হানা দিতে পারে?
দ্যাট গোজ উইদাউট সেইং।
আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। এটা কেন বলছি, তার কারণ জিজ্ঞেস করবেন না। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে তা হলে, আপনার সাহায্য আশা করতে পারি ত?
আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ। এসো সমীরণ... আলাপ করিয়ে দিই।
আপনার নাম ত অনেক শুনেছি... আমি গোয়েন্দাকাহিনিরও ভক্ত। আপনাদের সঙ্গে একদিন বসব... এখন একটু তাড়া আছে... চলি।
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!
পুলকদা দিলেন। আপনার কালকের লাইন।
থ্যাঙ্ক ইউ!
আমিও আসি। আপনারা ঘুরুন।
প্রয়োজনে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে উঠেছি আমরা।

অনেক কথা আছে?
সাড়ে তিন লাইন।
হোটেলে গিয়ে তালিম দিয়ে দেব। চিন্তা করবেন না।
আই গিভ আপ, এনাফ ইজ এনাফ!
ইউ শুড লিসন টু মি. দ্যাটস ইয়োর প্রবলেম।
বাপ-ব্যাটার জোর তর্ক চলছে...
নমস্কার... এখানে একটু বসতে পারি?
বসুন।
আমি নয়নপুর ভিলার কাছাকাছি থাকি। নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি।
আপনি কি কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন?
আজ্ঞে না। ছুটি কাটাতে এসেছি।
না মানে, বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয়...
কেন বলুন ত?
?

হঁ্যা, ওঁর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় ত।
ও, তাই বলুন! গুজবে কান দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না।
তা ত বটেই। তা ত বটেই।
তা হলে উঠি? আলাপ করে খুব ভাল লাগল।
ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা।
কী করে বুঝলেন?
একটা শার্টের উপর চাদর। পায়েও চটি, মোজা নেই।
বিড়ি খান... গন্ধ বেরোচ্ছে।
উঃ!
কঁ কঁ কঁ কঁ
আটটায়?... গুট দু'টো আছে... তা হলে পুরো ব্যাগটাই নিয়ে যেতে হয়... ও কে।
চলো ভাই তপেশ।
HOTEL KANCHANJANGHA
আপনি বরং এগারোটা নাগাদ আসুন। প্রথম দিনে শুটিং শুরু হতে বারোটা। লালুদার মেকআপ আছে...
এগারোটায়...
বেস্ট অফ লাক।
থ্যাঙ্ক ইউ।

কীরকম বুঝছিস?
বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।
কাগজ থেকে সব ক্রাইম নিউজ সংগ্রহ করে... যে বলে তার জীবনে একটা রহস্য আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না, তাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না।
রায়নাকে দেখে মিঃ মজুমদার অন্যমনস্ক হয়ে গেল দেখলে...
হুঁ... গ্ল্যামারের প্রতি মোহ না অন্য কিছু... ওঁর সম্বন্ধে গুজবটাই বা কী...
ভদ্রলোকের পাস্টে একটা রহস্য আছে তাতে সন্দেহ নেই।
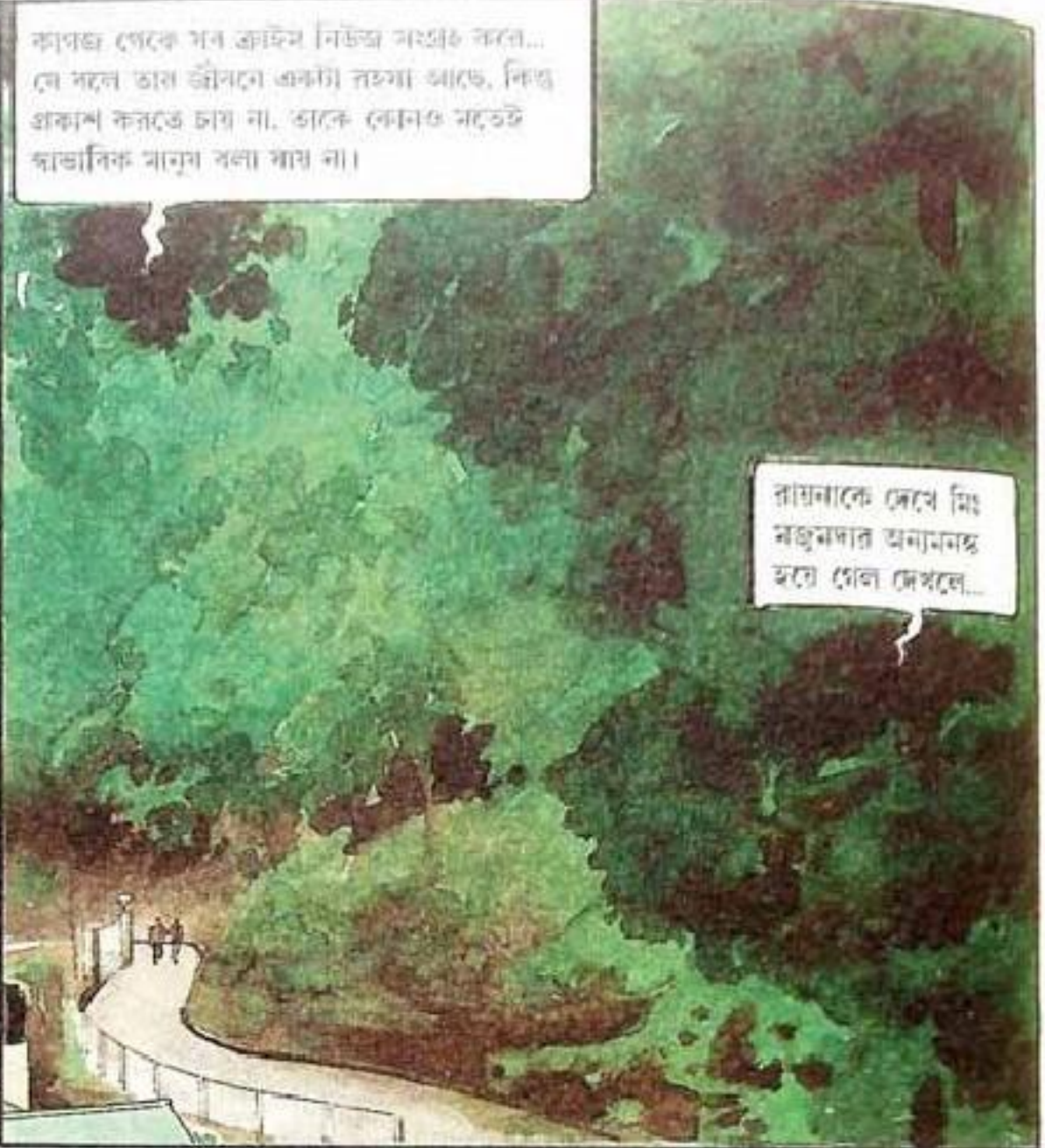
জমে উঠেছে।
কেমন... চলবে?
আলবাত!
লালুদা!
পকেট থেকে চুরুট বার করে মুখে পুরছেন। সেই সঙ্গে মহাদেবও একটা সিগারেট মুখে পুরবে। দেশলাই বার করে মহাদেবের সিগারেটটা ধরিয়ে নিজের চুরুট ধরাবেন। মুখের ধোঁয়া ছেড়ে কথা...রাইট?
ইয়েস...মানে দেশলাইটা জ্বলবে ত?
আজই কেনা...
পিটার!

অ্যাকশন!
খচ
খচ
খচ
খচ
খচ
?
কাট!
সরি ভাই...এবার ভুল হবে না।
পরের শট...
খররর...
কাট!
তার পরের শট...
যা করার আজ রাতেই করতে হবে।
আই এগ্রি।
এক্সেলেন্ট!

নিন, গরম-গরম খেয়ে নিন।
একটু বাথরুম থেকে আসছি...
আপনি ওই বাথরুমটায় যান...মিঃ মজুমদারকে বলা আছে...সোজা গিয়ে ডাইনে..
থ্যাঙ্ক ইউ।
ঠান্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে।
ইউ আর এ লায়ার!
তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।
!
আসুন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।
শোনো...
এই যে...কোথায় ছিলেন?

রায়নার সঙ্গে শটটা আজই নিয়ে নেব...দু'টো লাইন দেখে নিন..
দু'টো লাইন?
ঠিক পারবেন। ভাই দেখে দাও ত...
আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন...আপনি ত ভালই করছেন।
পায়ে হেঁটে বাঘ শিকার করা। আমি ছাড়া এক তোমায় দেখলাম, মজুমদার।
এ জঙ্গলের শের আমি, তুমি নও!
তুমি এ জগ...
কাট।
এ জঙ্গলের শের আমি, তুমি নও।
তুমি শের...
কাট।

আপনি যে শুয়ে পড়লেন।
রায়না কাবু করেছে... উনি লাইনটা ঠিক বলে যাচ্ছেন, আর রায়না দু'টো শব্দ বলেই হোঁচট খাচ্ছে...ন'বার।
স্টারদের নিয়ে যা শোনা যায়, তার কিস্‌সু নয়।
ওরকম হয়। সেরা অভিনেতারাও হঠাৎ নার্ভ ফেল করে।
তবে, লালমোহন গাঙ্গুলি ব্র্যাকেটে 'আমার' প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। সবাই খুব তারিফ করেছে।
শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক নয়, চলচ্চিত্রাভিনেতাও বটে।
ও-ও একটা কথা বলাই হয়নি।
আমি যখন বাথরুম থেকে ফিরছি তখন শুনলাম মিঃ মজুমদার কাকে যেন কড়া গলায় বলছেন, 'ইউ আর এ লায়ার। তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'
উত্তরে অন্য লোকটা কিছু বললেন না?
বলে থাকলেও আমি শুনতে পাইনি।
বাংলায় বললেন?
যেমন বললাম। প্রথমে ইংরেজি। পরে বাংলা।
তার মানে, হয় রজত বোস, না হয় নিজের ছেলে সমীরণ।
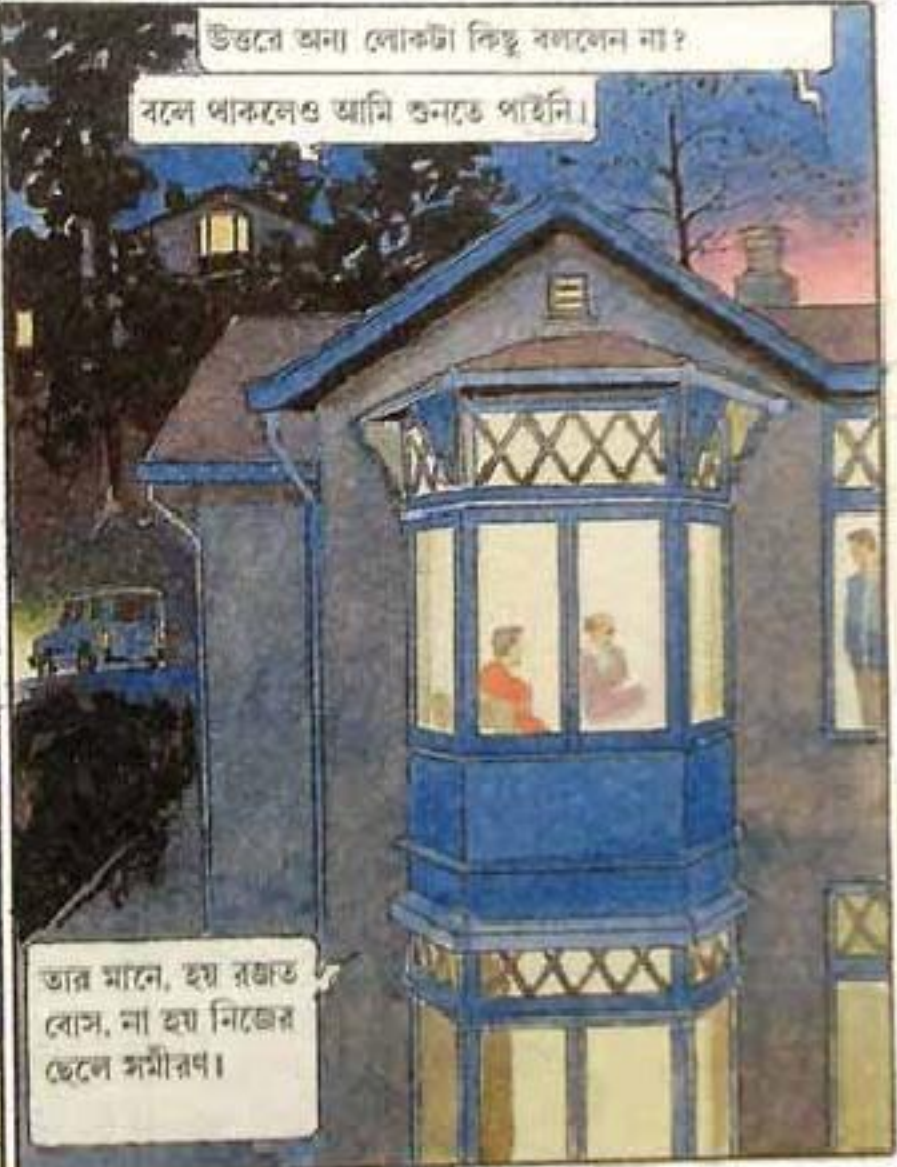
এগারোটায় শুটিং ব্রেক।
ইট উড বি ওয়ান্ডারফুল টু হ্যাভ এ লুক অ্যাট ইউ।
এখনই আসতে পারেন।
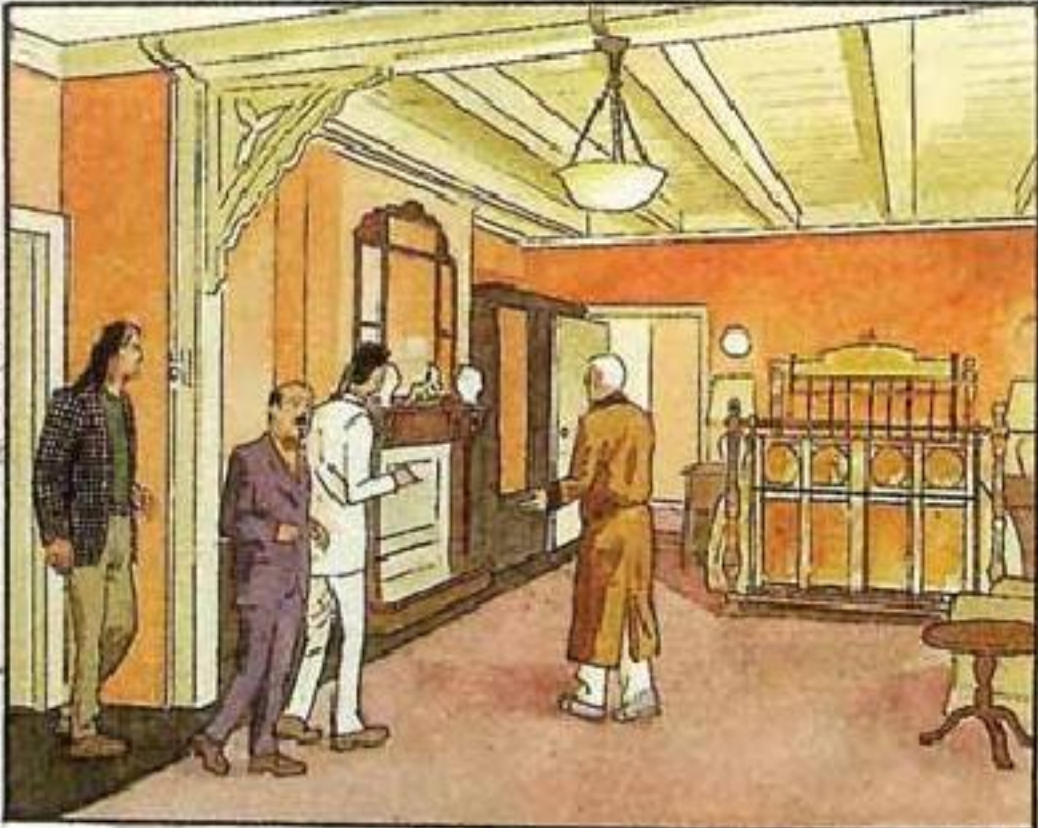
অষ্টধাতুর! আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের দেবতা। যত দূর জানা যায়, প্রায় তিনশো বছরের..

ইটস ইনক্রেডিবল! ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, এর দাম কত হবে এখন...
ইফ ইউ আস্ক মি, ..ইটস প্রাইসলেস।

উই আর রেডি।

রাইটলি সেড...ইটস প্রাইসলেস।
তোপসে গেল প্যাগোডা দেখতে...

এদিকে শুটিং চলতে থাকে...
মিঃ মিত্তির, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ...আমিই আপনার হোটেলে আসছি.. সন্ধে ছ'টায়।

আপনার কাজ ত খুব ভাল হচ্ছে।
থ্যাঙ্ক ইউ।
আমরা সকলেই তাই বলছি।
আপনার দুধ রেডি আছে, বাবু।
এক্সকিউজ় মি।
?
দাঁড়াও লোকনাথ... বুঝিয়ে বলি...তুমি বুঝতে পারবে...
বোঝাবার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পারছি।

লোকনাথ!
আমি সবাইকে বলছি...
সমীরণদার কাছে যাচ্ছি।
এখান দিয়েই
উঠতে হবে...
নিয়ে আসি।
লোকনাথ।
আবার খুলে
রেখেছে...

অ্যাকশন!
কোথায় গেল?...শুটিং দেখতে চলে গেল নাকি...
লোকনাথ, তোমার বাবু খুনি...উনি মুখোশ পরে আছেন!

আমার বাবাকে খুন করেছেন...উনি খুনি...তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই...
আপনার কোনও কথা বিশ্বাস করি না।
ওষুধগুলো দাও।
আমি মরে গেলেও এগুলো দেব না...
মর!
একবার গিয়ে দেখা যাক।
!
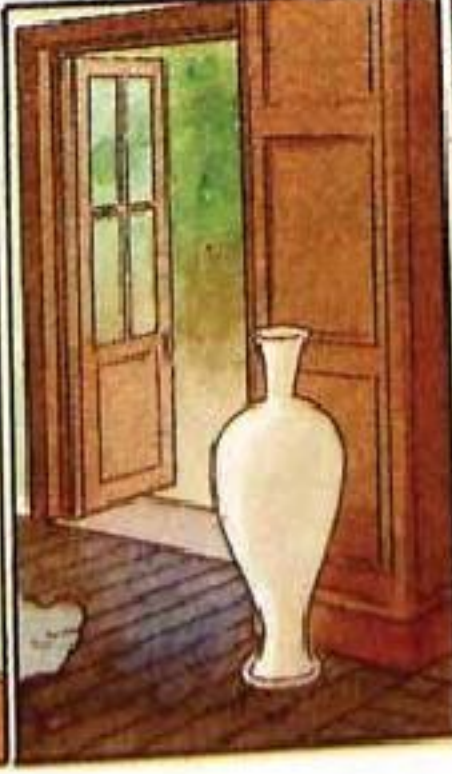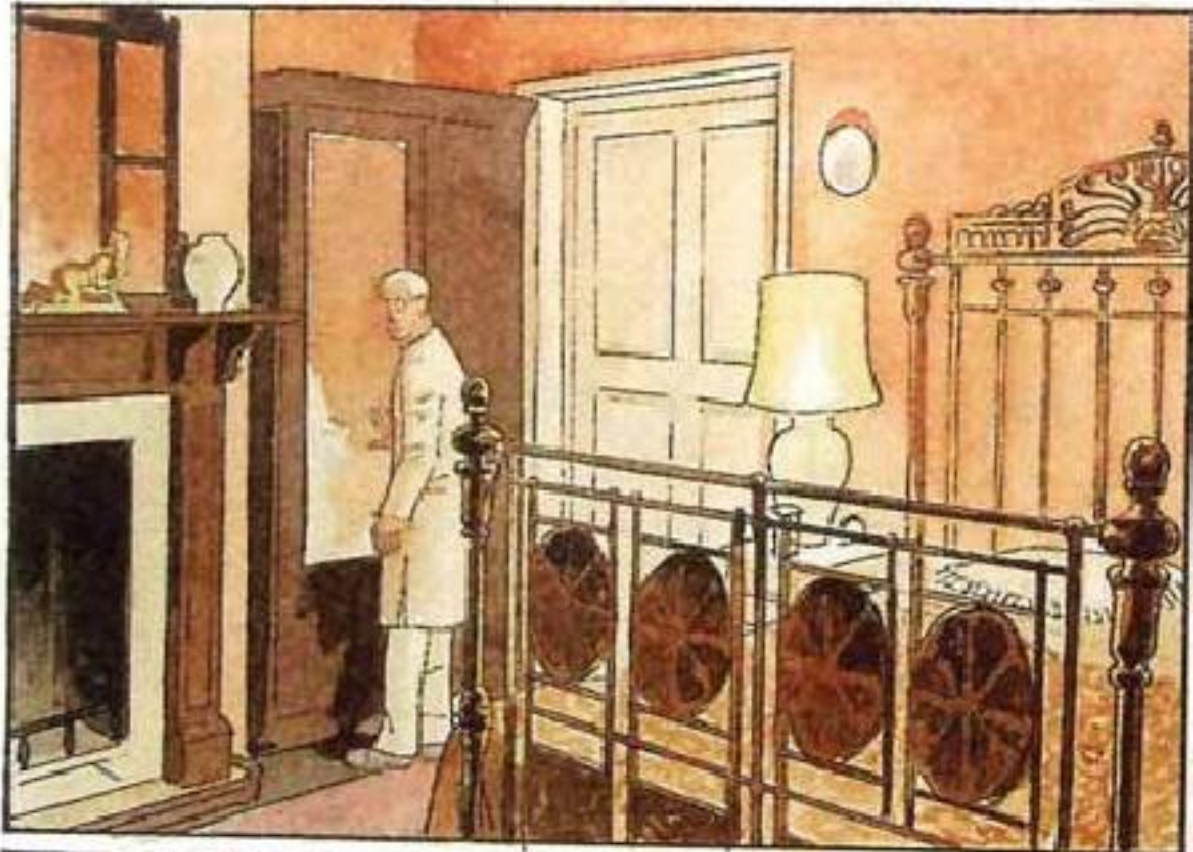
টাওয়ার থেকে নেওয়া হচ্ছে তা হলে?
মিঃ মজুমদারকে বলা আছে... একবার দ্যাখো...
আঃ!
আঃ!
আঃ!
এরা খাবারটা গরম দেয়...
একটু খোঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে...
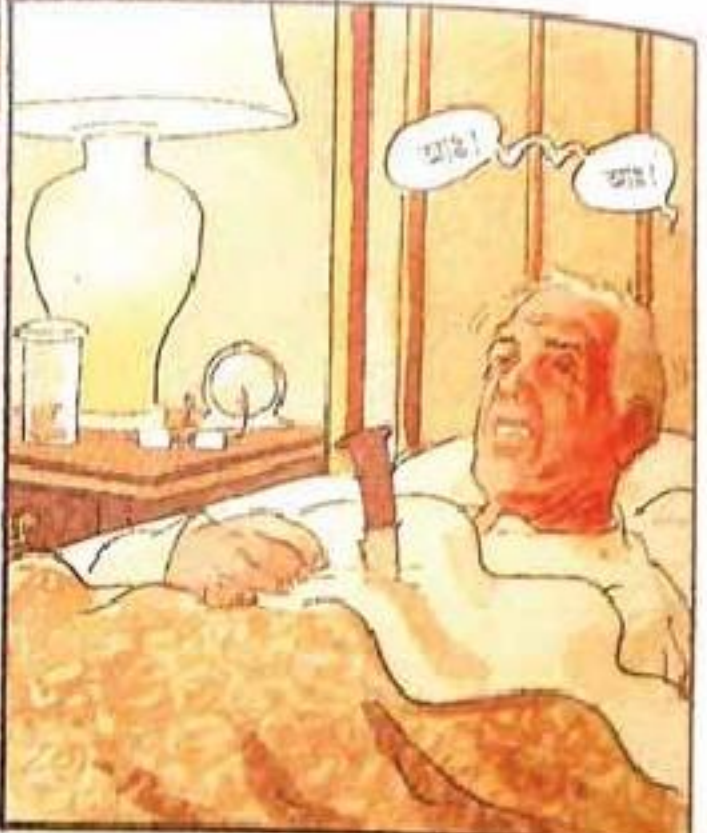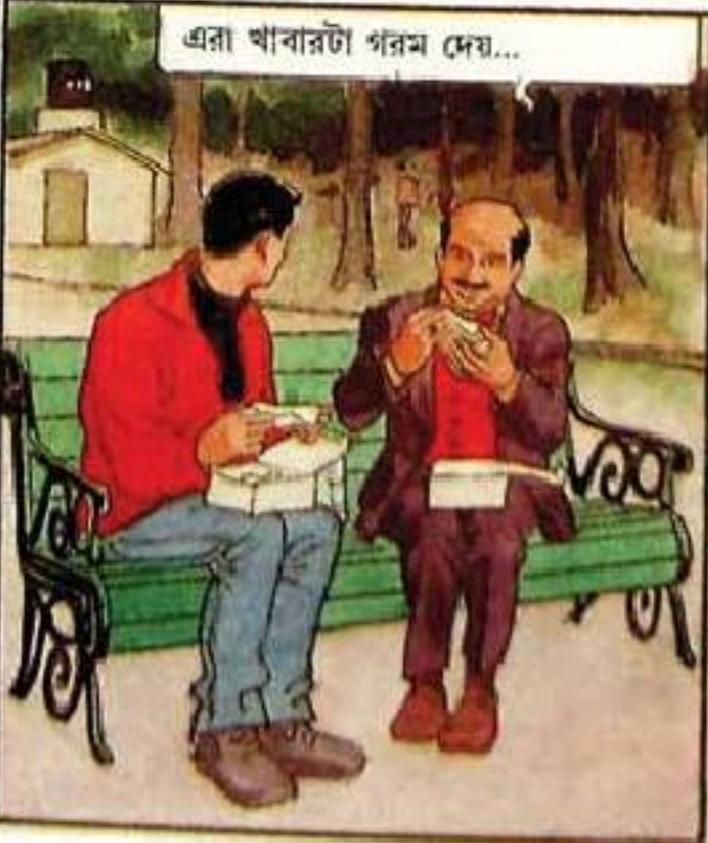
তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে...হেঁটেই যাই...
সকাল আটটা...

ঘোড়া রেডি হচ্ছে...

পাঁচটা পনেরো...একবার গিয়ে দেখি ত।

বাবা!

কী ব্যাপার,
এদিকে?

সমীরণবাবু ফোন করেছিলেন...
মজুমদারমশাই খুন হয়েছেন!
!
!

আপনারা কি যাবেন?
যাব মানে?

আপনার নাম অনেক
শুনেছি। আমি যতীশ সাহা।
কী বুঝছেন?
কী দিয়ে মেরেছে?

ভোজালি! ওটা মিঃ মজুমদারের
ঘরেই থাকত!
আপনাদের ডাক্তার এসেছে?
এই এল বলে!
আসুন না ভিতরে!

একটা কথা বলে দিই। আপনি আপনার
নিজের তরফ থেকে যা করতে চান করতে
পারেন। কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস
পরস্পরকে জানালে বোধ হয় সুবিধে হবে।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি
এগোতেই পারব না।
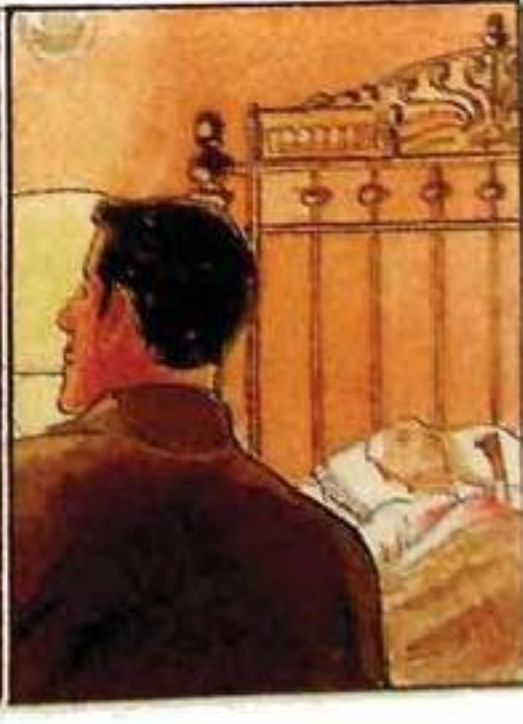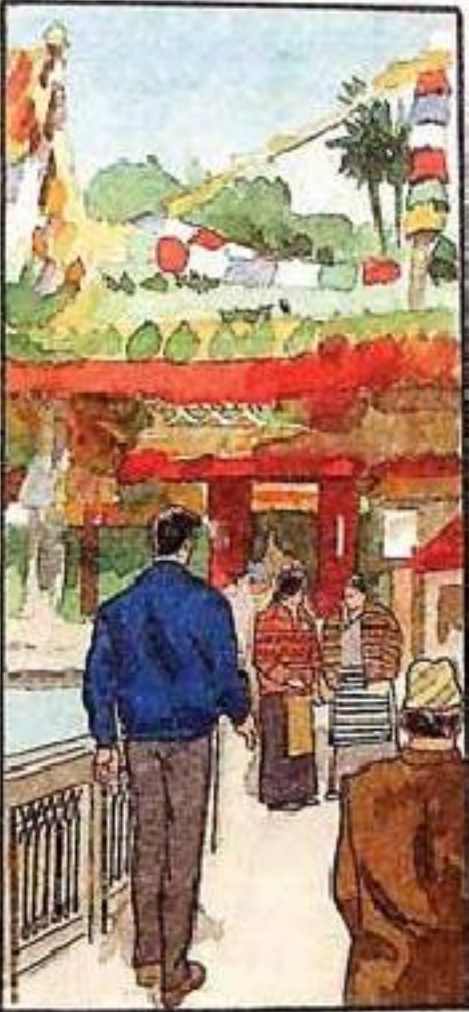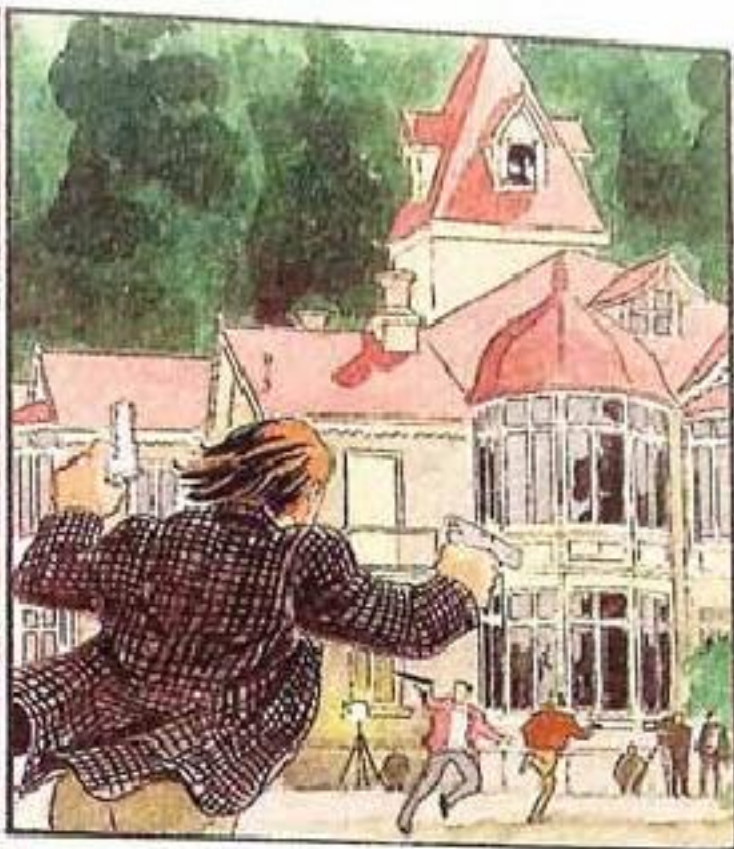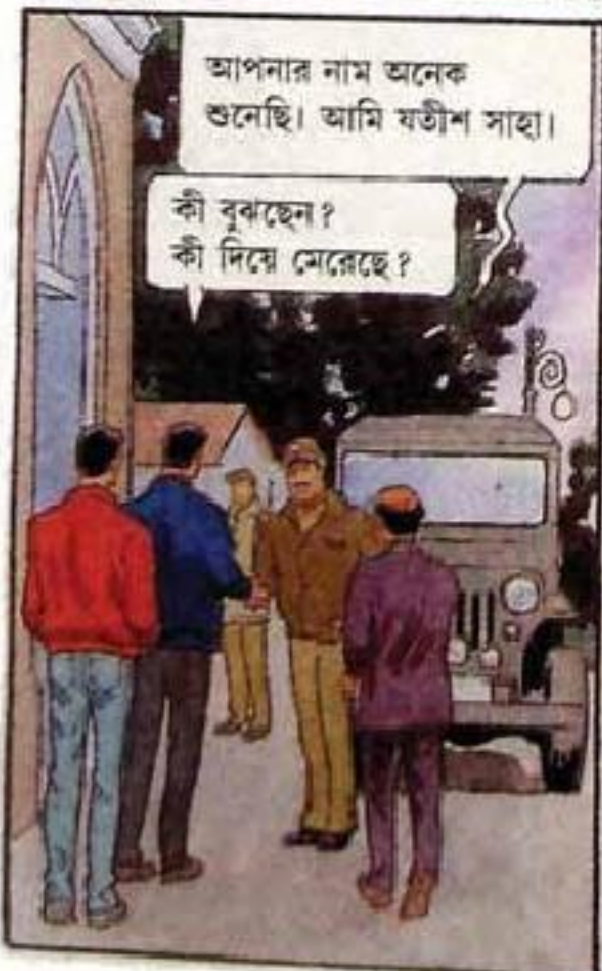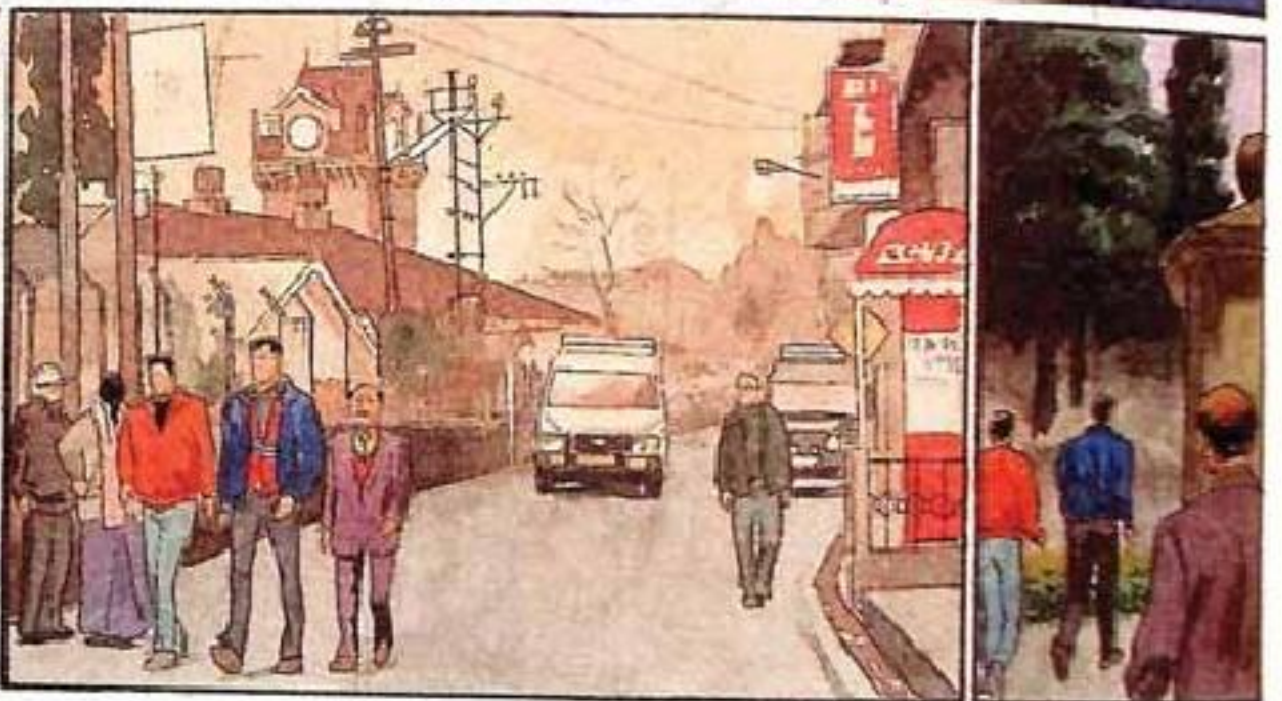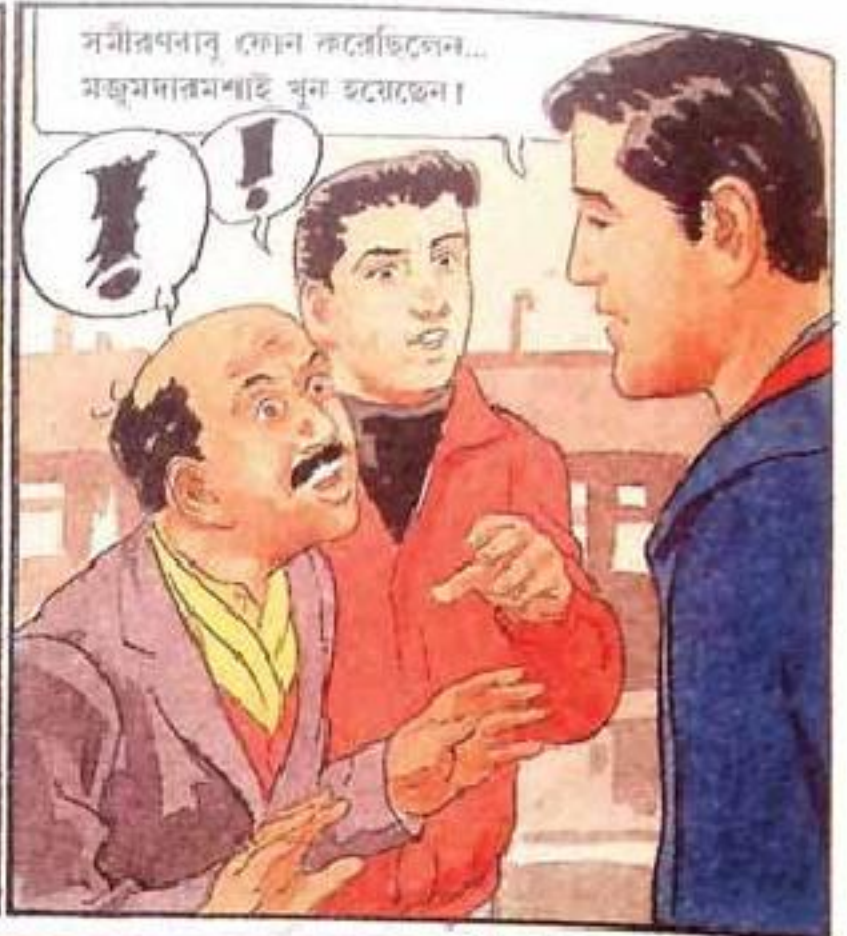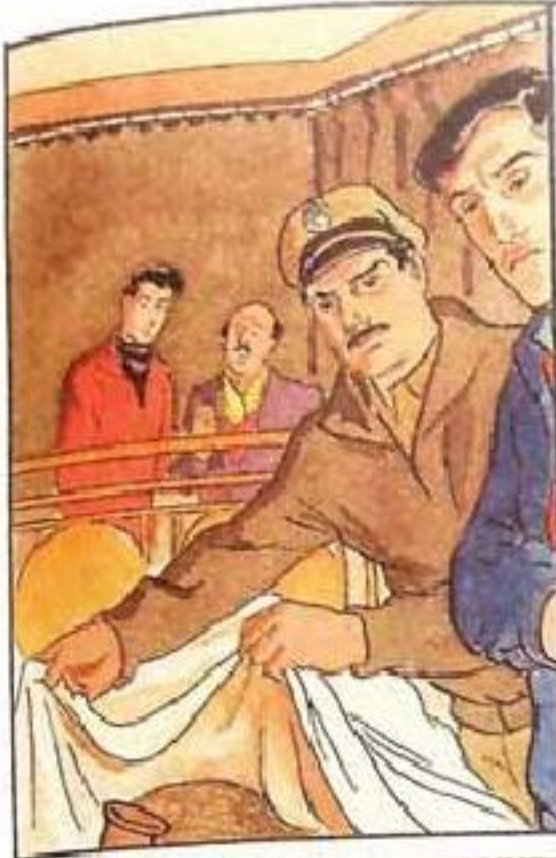
শোয়া পাটটায় দাদা
ঘুমোচ্ছেন দেখে
খটকা লাগল...
এখানে এসে দেখি
এই কাণ্ড!
আপনার নিজের কোনও ধারণা
হয়েছে এ-সম্বন্ধে?
একটা জিনিস মিসিং!
?!
বালগোপাল!
বিষ!?
রবারিই মোটিভ
বলে মনে হচ্ছে।
কত দাম হবে?
অনেক দিনের সম্পত্তি...
দেড়-দু' লাখ হবেই। সোনার
অংশ বেশি ছিল।
আশ্চর্য...মরার পূর্ব মুহূর্তে
কিছু লিখে যেতে চাইলেন
কীভাবে মারা হচ্ছে না লিখে,
যাকে সন্দেহ করছে তার
নামই লিখে যাবে, নাকি?
মিঃ মজুমদারের
ঘুমের ওষুধ কোথায়
থাকত জানেন?
একবার দেখবেন?
খাবার ঘরেই
থাকত...
আসছি।
টফ্রনিল। খান
তিরিশেক একসঙ্গে
একজনকে খাওয়ালে
তার মৃত্যু হতে পারে।
ওষুধ নেই!

ওষুধ খাইয়ে... ছুরি মারতে হল কেন?
মূর্তিটা নেওয়ার সময় নড়েছিলেন... ঘাবড়ে গিয়ে মেরেছে।
একবার লোকনাথকে ডাকুন তো।
লোকনাথ নেই। আর বাদাগুলি... কাজের লোকরা কিছু বলতে পারছে না।
এই লোকনাথ বেয়ারা কত দিনের?
বছর চারেক। পুরনো বেয়ারা হেপাটাইটিসে মারা যায়। লোকনাথ খুব ভাল রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল।
আমার কাছে ইট সার্টেনলি মেকস সেন্স...লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে জেরার কাজটা শুরু করে দিচ্ছি।
দ্য ফিল্ম পার্টি ইজ গেটিং ইমপেশান্ট। তা ছাড়া বাড়ির লোক...
আমি। রজতবাবু, কাজের লোকেরা...
ভেরি গুড।
পরের দিন...
আপনাদের জেরা শেষ?
পৌনে দশটায় ছাড়া পেয়েছি। অ্যাক্টাররা... সবাই খুব আপসেট।
HOTEL KANCHANJAN
কত টাকা লস হল...
প্রোডাকশনে বাধা পড়লে সচরাচর ছবি হিট... শুটিং আবার শুরু হবে।
নো পাত্তা অফ লোকনাথ বেয়ারা। শিলিগুড়িতেও লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ইট্‌স ম্যাটার অফ টাইম।

সুযোগের ব্যাপারটা কী মনে হল? মোটিভটা এখন থাক।
দুধে বড়ি মেশানো আর ছোরা মারা। লোকনাথের সুযোগ বেশি। ও যখন মিঃ মজুমদারকে বলতে যায়, তখন ফিল্ম পার্টিরও কেউ এসে বড়িগুলো মেশাতে পারে।
ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কী বললেন?
আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে স্ট্যাবিংটা হয়। ছুরিকাঘাতেই মৃত্যু, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা না হলে এত ব্লিডিং হত না। কাল পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পেলে ঠিক বলা যাবে।
বাই দ্য ওয়ে, আপনারাও ত ছিলেন ওখানে? কিছু বলার আছে...
আড়াইটে নাগাদ বনটা থেকে রজতবাবুকে আসতে দেখি... একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।
হাঁ... পা'টা হড়কেছেন... খাবার পরে ওদিকটা হাঁটতে যান...আপনি?
ইয়েস... এগারোটা নাগাদ আমাদের বালগোপালটা দেখাতে নিয়ে যান... প্রাইসলেস আর্ট অফ ওয়ার্ক।
নমস্কার!
বসুন।

একটা ট্র্যাজেডি যে হবে, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল।
কেন বলুন ত?
বিরূপাক্ষ মজুমদারকে চিনি। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই।
বছর দশেক মধ্যপ্রদেশে ছিলাম নীলকণ্ঠপুরে। পেশা ছিল জিওলজি। মজুমদারমশাই রাজা পৃথ্বী সিংহের আমন্ত্রণে জঙ্গলে শিকার করতে আসেন।
ওঁর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ। পত্রাপত্রের আলাপ ছিল আগে থেকেই।
দুই শিকারির মিল ছিল। উদ্দেশ্য ছিল পায়ে হেঁটে শিকার করা। শিকার থেকেই ঘটে চরম দুর্ঘটনা। বাঘের বদলে মানুষের উপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার!
!
!?
সে কী!
মানে কোনও স্থানীয় অধিবাসী?
না। তিনি ছিলেন বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজের ইতিহাসের প্রোফেসারি। কিন্তু প্রচণ্ড শখ ছিল কবিরাজির।
ব্রহ্ম ঘুরছিল গাছগাছড়ার সন্ধানে। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া চাদর। আশপাশেই একটা বাঘও ছিল। পাতা নড়ছে, গেরুয়া রং... বিরূপাক্ষ গুলি চালান। গুলি লাগে ব্রহ্মের পেটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

আপনার কি মনে হয় মিঃ মজুমদারের খুনের সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও যোগ আছে?
ব্রহ্মের এক দশ বছরের ছেলে ছিল। আমাকে 'কাকা' বলে সম্বোধন করত রমেন। সে বলেছিল বড় হয়ে সে এই খুনের প্রতিশোধ নেবে। রমেনের মায়েরও তাই ইচ্ছে ছিল। এখন তার বয়স আটত্রিশ।
আমি নীলকণ্ঠপুর থেকে চলে যাই নাগপুর। রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং-এ।
কে কে আছেন বাড়িতে?
স্ত্রী। এক ছেলে কলকাতায় থিতার। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বাড়িটা ঠাকুরদার আমলের.... কিছুটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি।
আপনার ধারণা রমেন... ব্রহ্ম এখন এখানে রয়েছে। এবং খুনটা...
জোর দিয়ে বলা যায় না... হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে বদ্ধপরিকর ছিল।
আপনি রমেন ব্রহ্মকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন?
না বোধ হয়। ও তখন খুব ছোট!
আপনাকে ধন্যবাদ। মিঃ মজুমদারের জীবনে যে একটা গোলমেলে ব্যাপার ছিল, সে ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন... সেটা এমন ঘটনা তা ভাবতে পারিনি।
আপনাকে কথাগুলো বলতে পেরে ভাল লাগছে।

ঘোড়া চাইয়ে...
তাঙ মাত করো।
মিলিয়ে গেল।
টক
টক
টক
টক
টক
!
!?
ফেলুদা!

ক্যাক
?!!!

ও প!

খুব বাঁচান বাঁচিও।
নয়নপুর ভিলা যেতে হবে... নতুন করে দেখব।
আগে ফার্স্ট এড...
এটা দিয়েও ত মানুষ খুন করা যায়।
এগুলো আপনি একাই সাঁটাতেন?
হ্যাঁ। লোকনাথ সাহায্য করত... ও স্কুল ফাইনাল পাশ।
বেয়ারার কাজ করত?
মিঃ মজুমদার ওকে ভাল মাইনে দিতেন।
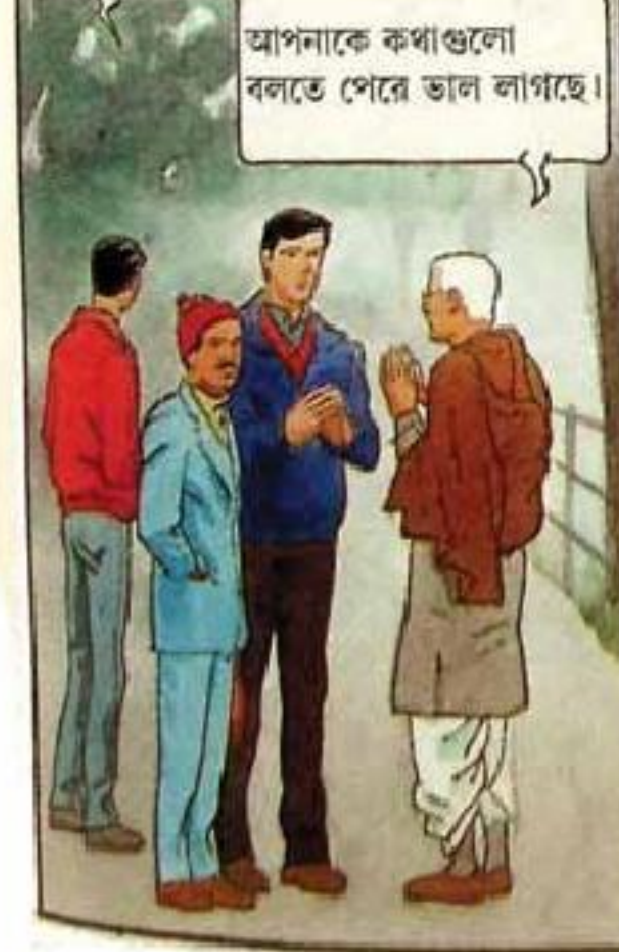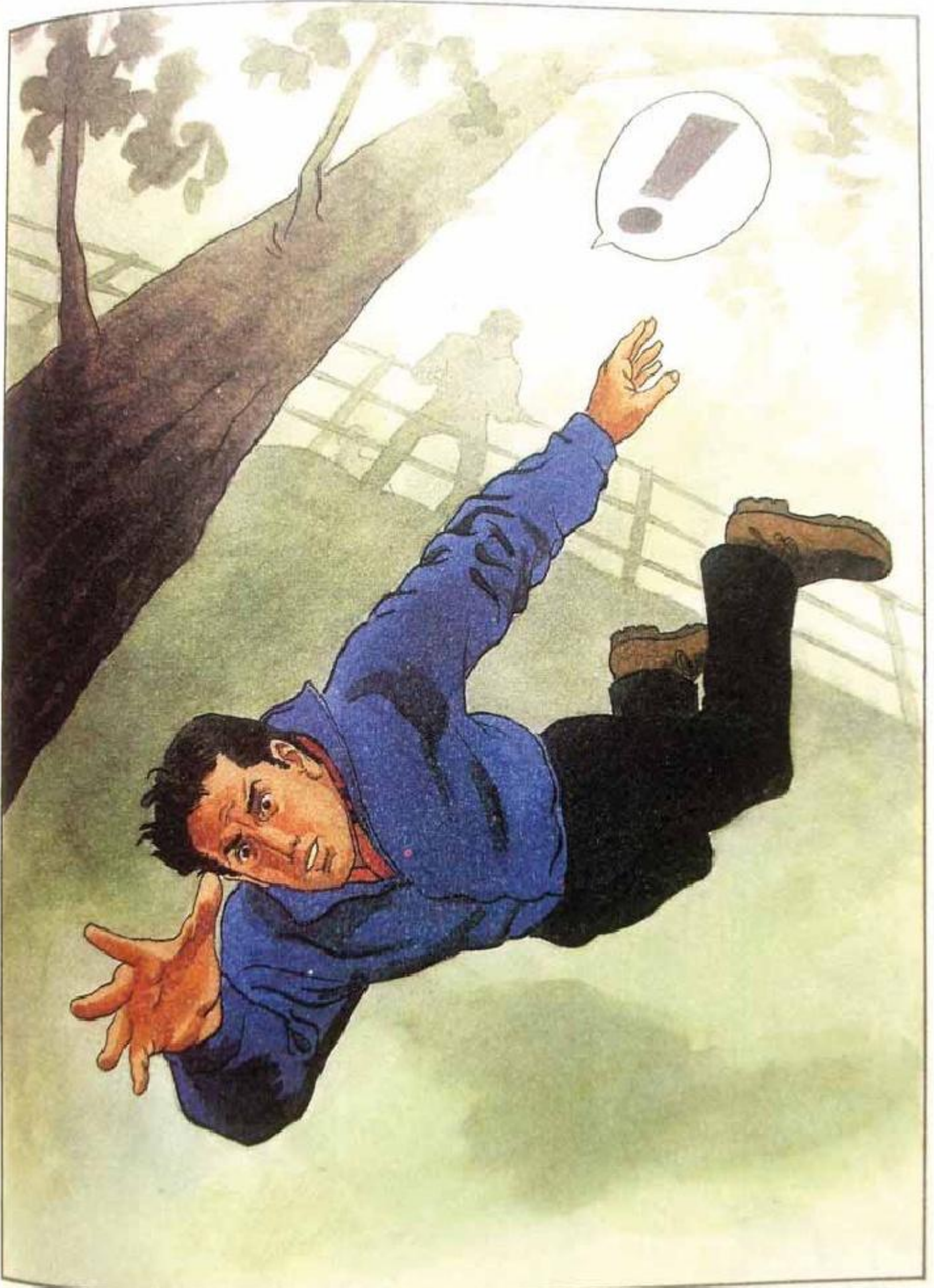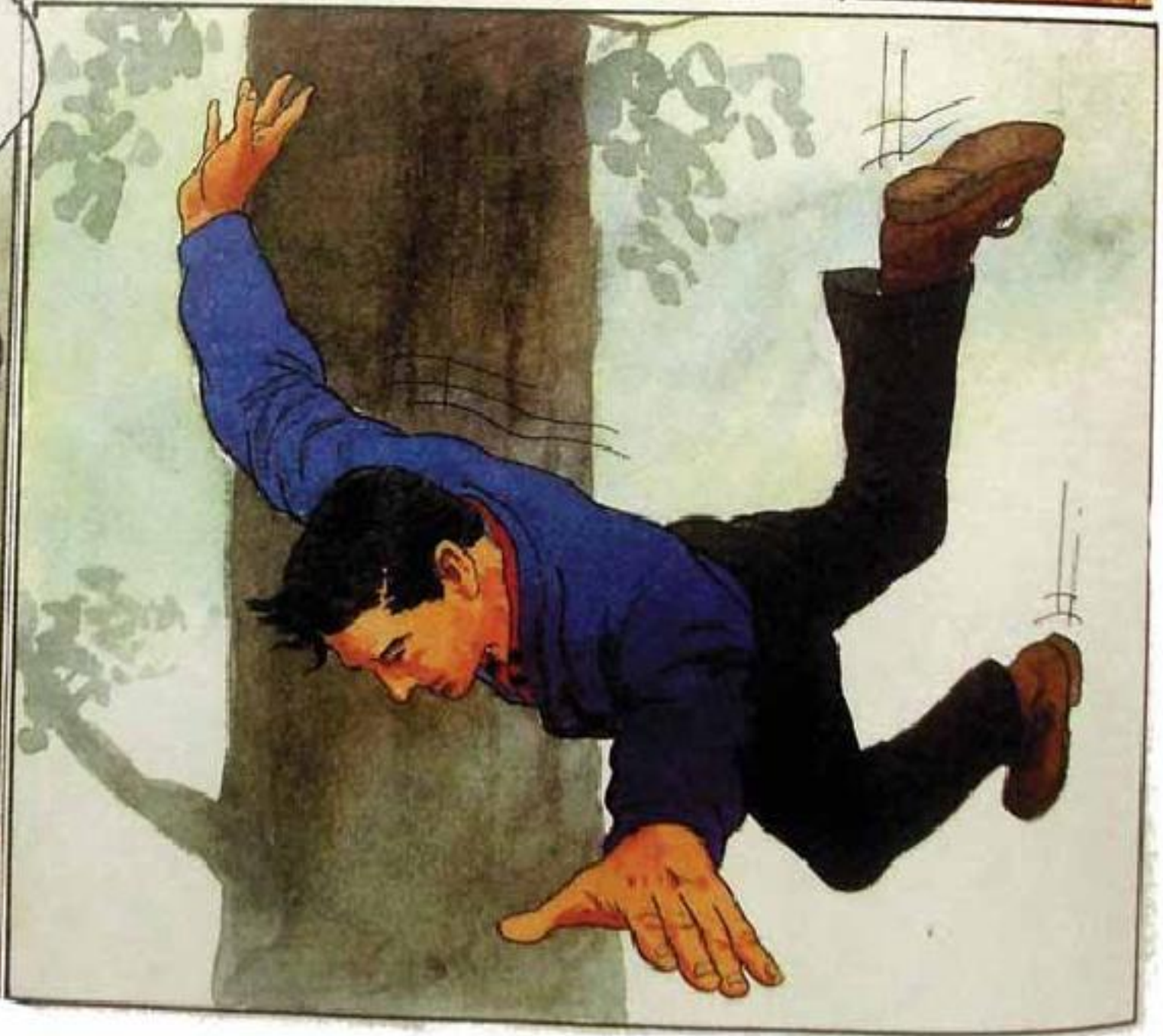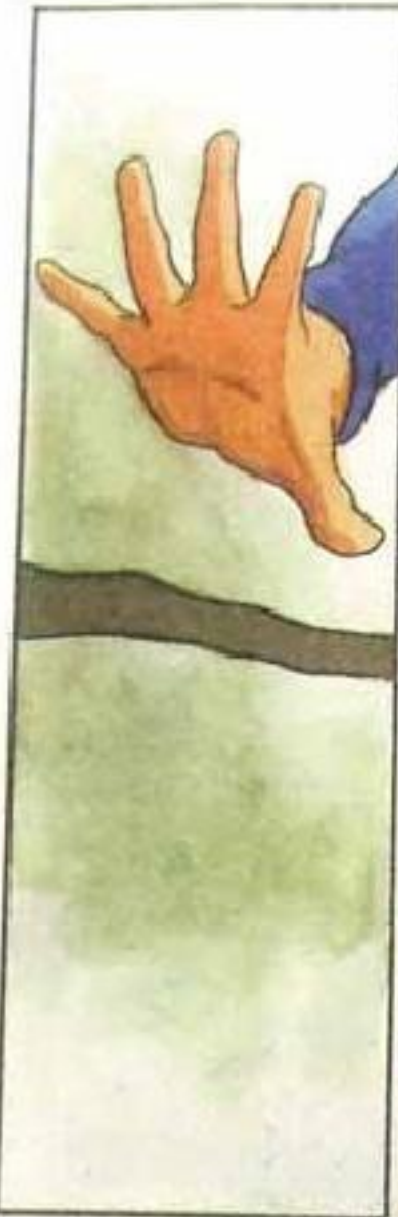
এখানে আসার আগে আপনি কী করতেন?
একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম... কলকাতায়। ধর ইলেকট্রনিক্স!
ক' বছর করেছিলেন...
সাত বছর.... মিঃ মজুমদারের বিজ্ঞাপন দেখে এখানে আসি।
আপনার ফ্যামিলি?
বিয়ে করিনি। বাবা-মা মারা গেছেন। আমি একা ছেলে।
এই ছবিটা কী ব্যাপার? মিঃ মজুমদার রয়েছেন...
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তোলা। একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন... তাঁর ফেয়ারওয়েল দেওয়ার দিনে তোলা। ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন মিঃ মজুমদার।
কোনজন কে সেটা লেখা নেই ছবিতে?
মাস্কের নীচে থাকতে পারে...
এটা আমার কাছে দু' দিন রাখতে পারি?
নিশ্চয়ই।
মিঃ মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও বেরোলেন না, তখন আপনার কোনও চিন্তা হয়নি?
আমি ঘড়ি দেখিনি। বাড়িতে হট্টগোল। ...বাড়ির সব কাজের লোকই শুটিং দেখছে...
লোকনাথ?
না, ওকে দেখতে পাইনি। মিঃ মজুমদারও ক'বার শুটিং-এর জায়গায় গেছিলেন... কাল উনি এ ঘরে বসেননি।
কেমন বস ছিলেন? মাইনে যা পেতেন তাতে খুশি ছিলেন?
হ্যাঁ।
পরশু, লালমোহনবাবু মিঃ মজুমদারকে কাউকে বলতে শুনেছিলেন, 'ইউ আর এ লায়ার। আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।' এটা কাকে বলতে পারেন ধারণা আছে আপনার?
ছেলেকে...আমার সামনে দু'একবার বলেছেন, 'সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়েছে'...
উনি কোনও উইল করে গিয়েছেন জানেন?
একদিন বলেছিলেন এখন ত দিব্যি আছি, আর-একটু শরীর ভাঙুক...
আপনার ঘরটা দেখতে চাই...
হিন্দি পত্রিকা...
আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে। বাবা ওখানে ডাক্তার ছিলেন। মারা যাওয়ার পর কলকাতায় মামাবাড়িতে চলে আসি।
অ্যালোপ্যাথি?
আজ্ঞে?
কিসের ডাক্তার ছিলেন?
হোমিওপ্যাথিক।

ঠক ঠক

কাম ইন!

একটু ডিসটার্ব করছি...

আসুন।

পরশু দুপুর একটা নাগাদ আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল?

কই না ত!

আপনার উপর বাবার কোনও অসন্তোষের কারণ ছিল না বলছেন?

আমার ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে... ব্যবসায় ত হয়ই... বাবা অসুখের পর বদলে গিয়েছিলেন।

আপনাকে টাকা চাইতে হত না?

তা চাইব না কেন? বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন।

আপনার বাবা ত উইল করে যাননি... আপনিই সব পাচ্ছেন... অনেক সমস্যা মিটে যাবে?

সবই ত আমি পাব... আপনি চুরির কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

ভুলিনি। আপনার তাড়া ছিল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ত আপনার হাতে টাকা আসছে না, তার লিগ্যাল প্রসেস আছে।

তাই বলে খুন? লোকনাথ গেল কোথায়? আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন?
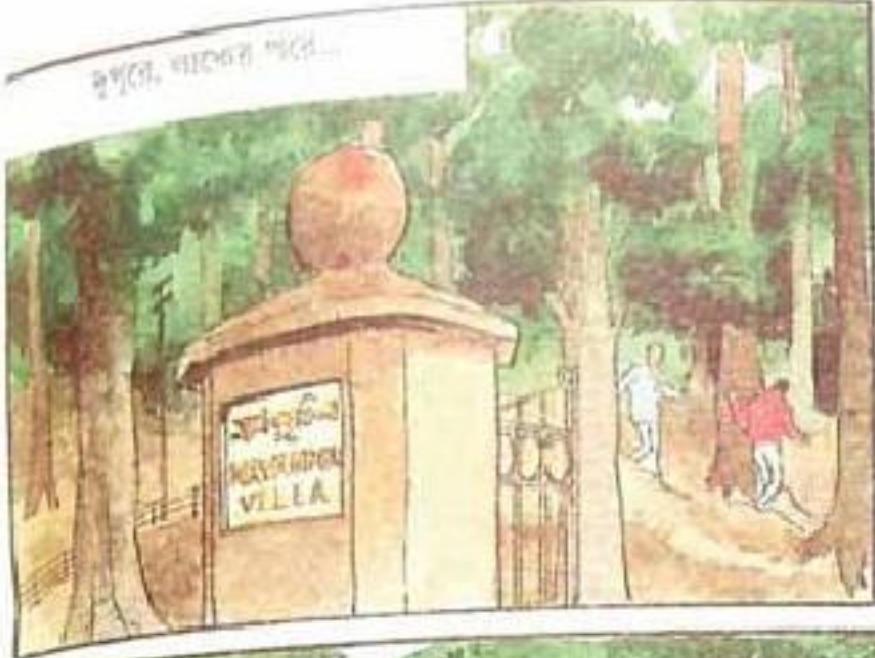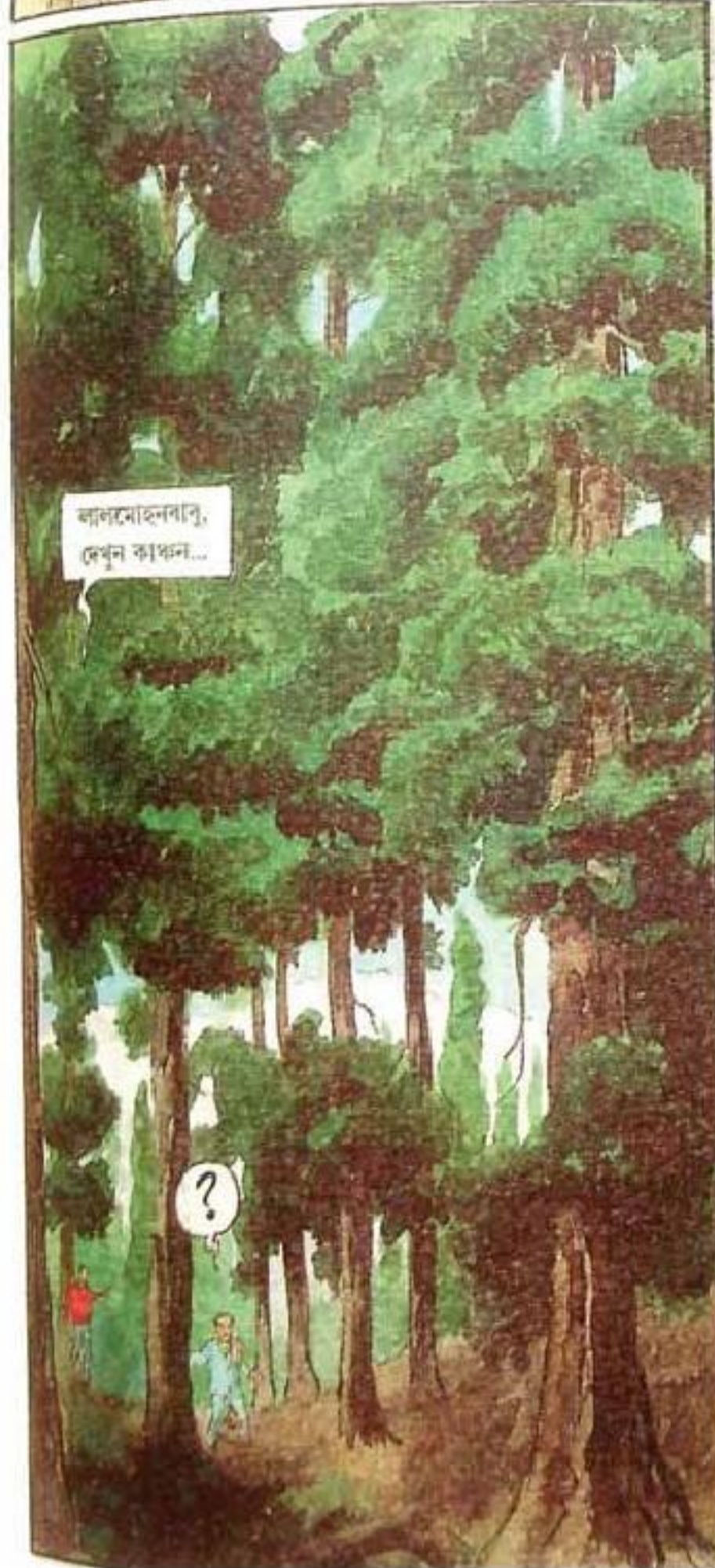
VILLA
লালমোহনবাবু,
লোকনাথ!
ওগুলো বড়ি মনে হচ্ছে...
মজুমদারের ঘুমের বড়ি!
গিয়ে দেখি।
চলো, রিপোর্ট করি...

এই ডিসকভারির জন্য পুরো ক্রেডিট আপনাদের প্রাপ্য। আমরা খুঁজছিলাম...
আপনার খোঁজার ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়ে যাচ্ছে না।
রাতেই ইনফরমেশন পেয়ে যাব।
পরে...
মিঃ মিটার... হি ইজ হিয়ার... হোল্ড অন।
এ যে মোড় ঘুরে গেল...
ঘুরেছে ঠিকই। অন্ধকারের দিকে নয়। আলোর দিকে।
মিঃ মিটার, ফোন।
বলুন... হ্যাঁ... আই সি... ভেরি গুড... তা হলে সকাল দশটার সময় সকলকে বলুন মিঃ মজুমদারের বৈঠকখানায় জমায়েত হতে।

ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি...
আপনাকে থাকতে বলেছে...
কলকাতায় মিটিং আছে...
সমীরণবাবু এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন... না, স্যার কোনও কথা শুনলেন না।
হ্যাঁ... বলেন কী? নিশ্চয়ই... আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।
লালমোহনবাবুকে বলো তৈরি হয়ে নিতে এক্ষুনি।
ট্যাক্সির নম্বর দেওয়া আছে... কার্সিয়াং-এ ধরে ফেলবে।
POLICE
ওই যে, গাড়িটা এসে গিয়েছে।
!!
!!

POLICE
WBD2572
আমাদের গাড়ি গেছে... দশ মিনিট হল।
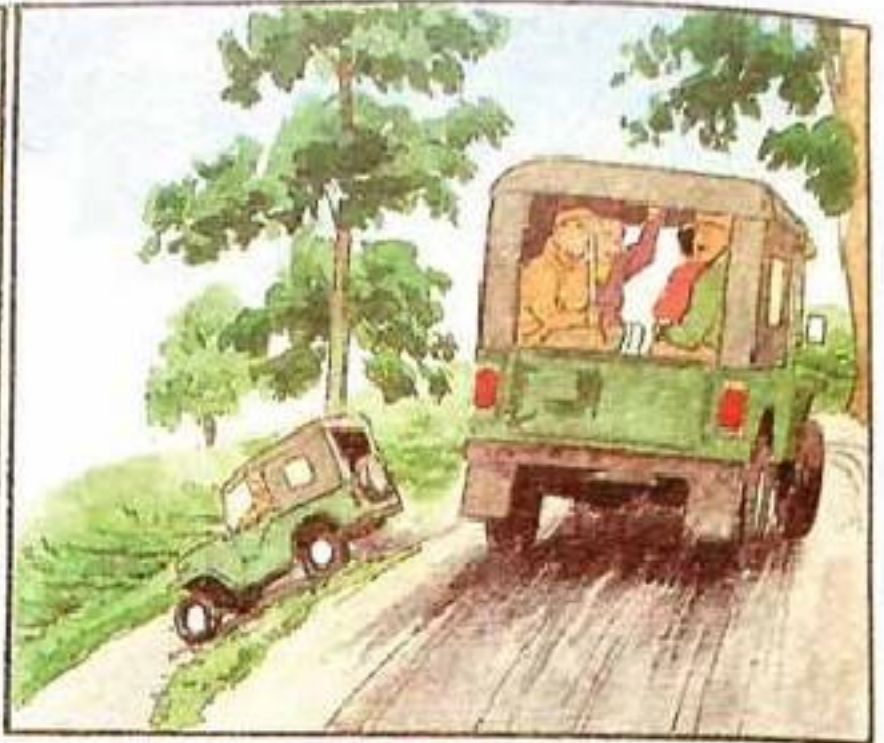
কী, কী ব্যাপার? এর মানে কী?
মানে বোঝাবার লোক এসে গেছে।

যে মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন, তার চেয়ে জরুরি মিটিং নয়নপুর ভিলায় আছে আজ দশটায়... আপনাকে ত বলা হয়েছে।
আচ্ছা ঝামেলা...

দু'টো খুন হয়ে গেল। একটু ঝামেলা ত হবেই...
তোমাকেও একবার আসতে হবে ভাই...

দু' দিন আগে এ-বাড়িতে দু'টো খুন হয়। এক মালিক, মিঃ বিরূপাক্ষ মজুমদার, দুই বেয়ারা লোকনাথ।
ইনিসিয়ালি ভাবা হয়েছিল লোকনাথই ওষুধ খাইয়ে ভোজালি মেরে দু' লাখ টাকার বালগোপাল নিয়ে পালিয়েছে। যদিও এ-ব্যাপারটা মেনে নেয়নি আমার মন। গত কাল আকস্মিক লোকনাথের মৃতদেহের সঙ্গে উনত্রিশটা বড়ি আবিষ্কার হওয়ায় পুরো পরিস্থিতি পালটে যায়।
আজ সকালে ডাক্তারের রিপোর্ট কনফার্ম করে, কোনও ওভারডোজ নয়, ছুরির আঘাতেই মিঃ মজুমদারের মৃত্যু হয়। মিঃ মজুমদারকে জড়িয়ে দু'টো ঘটনা আপনাদের বলতে চাই।
একটা ঘটে কলকাতায়, তখন উনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তরুণ কর্মচারী, নাম ভি. বালপোরিয়া, তহবিল তছরুপ করে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায়। তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
দ্বিতীয় ঘটনা মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। পৃথ্বী সিংহের আমন্ত্রণে বাঘ মারতে গিয়ে মারেন রাজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুধীর ব্রহ্মকে। তিনি গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। পৃথ্বী সিংহ টাকা খরচ করে এই হত্যার খবর গোপন রাখে। ব্রহ্মের ছেলে রমেন প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবে। একথা জানি মিঃ মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন। ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন।

এঁদের চেনেন কি, রজতবাবু? ...আপনার বাবা, মা... হরিনারায়ণ কাকা চিনতে পেরেছেন।
খুন করিনি, করতে চেয়েছিলাম। হি কিলড মাই ফাদার!
হি ওয়াজ এ ক্রিমিনাল!
সে-ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে। সেদিন দুধে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন...
আমি ত বলেইছি... আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু আপনি কাজটা করার আগে লোকনাথ ফিরে আসে...
হি ওয়াজ এ ফুল! ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম ...হি...
আপনি তাকে আক্রমণ করেন। ডাইনিং রুম থেকে বাগানে... পিছনের বনে... আপনি পাশের ঘরে ঢুকে পেপারকাটার তুলে নিয়ে ধাওয়া করেন।
গত কাল কুয়াশার মধ্যে আমাকে একজন খাদে ফেলে দিতে চেয়েছিল... ভাল করে দেখতে পাইনি। সেন্টের গন্ধ পাই। ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার।
?
হেঃ...আমি ছাড়া এ সেন্ট অন্যে ব্যবহার করে না, এ হাস্যকর! হোয়াই শুড আই ডু সাচ এ ফুলিশ থিং?

হোয়াট ইজ ইট?
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গ্রুপ ফোটো।
চিনতে পারছেন... পিছনের সারির বাঁ দিকের ভদ্রলোকের এনলার্জমেন্ট
ডান দিকের ভুরু কাটা... চোখের নীচে তিল। ছবির নীচে নাম রয়েছে ভি বালপোরিয়া... প্রথম দিনেই যখন পুলকবাবু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেন... আমিও ছিলাম তখন।
ত?
আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন।
মানে?
মিঃ মজুমদার আপনাকে চিনে ফেলেন। আপনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'ইউ আর এ লায়ার'!
তারপর বাংলায় বলেন, 'আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'
আপনি বারো বছর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। আপনি বাংলা ভালই জানেন।
'বিষ' কথাটি কেন লিখতে গেলেন?
...মিঃ মজুমদারের ঘুম ভেঙে যায়। আপনার নামটা লিখতে চেষ্টা করেন...পুরোটা পারেননি।
তা হলে আমিই বলি...বুকে ছুরি ঢোকানো অবস্থায় মিঃ মজুমদার আপনার বর্তমান নাম না লিখে পুরনো নাম লিখছিলেন। কারণ, তিনি আপনাকে আপনার পুরনো নামেই চিনতেন। বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া।
বিষ্ণুদাসের 'বিষ'টুকুই লিখতে পেরেছিলেন। যে-গ্লাভস দিয়ে আপনি ভোজালি ধরেন, তা এখন পুলিশের জিম্মায়।
আয়্যাম সরি... আয়্যাম সরি।
এবার মিঃ সমীরণ মজুমদার...
আমি ত এদের কাছে শিশু!

বালগোপালটা বার করবেন কি?
লিগ্যালি এ-জিনিস আপনার... এমন একটা জিনিস হাতছাড়া করবেন না।
সিকোওয়েল যখন হিরো, এক থাকাই ভাল। অর্জুনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ডেট বার করবে বলছে। আমাদের প্রডিউসার সিঙ্ঘানিয়াও দমবার পাত্র নয়।
দুর্দান্ত! তবে আমার অংশটা বাদ পড়বে না ত? অভিনয়টা করে বেশ...
পাগল! নেক্সট মান্থেই শুটিং শুরু। সময় নেই। তিনটি ছবি আছে... এক বছরেই নামাতে হবে।
তিনখানা?
আপনাদের আশীর্বাদে মোটামুটি ভালই চলছে লালুদা!
এঁকেও এ. বি. সি. ডি. বলা চলে। তাই না?
মানে?
এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর।
(সমাপ্ত)